NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অবহেলায় বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত ভবন

ছাত্র সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হল গোঘাটের কামারপুকুর কলেজ, আহত ছয় ৬

কলকাতা ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ ১৩ মাঘ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 28.1.2024, Vol.17, Issue No. 226, 8 Pages, Price 3.00

৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে শুক্রবার রেড রোডে কুচকাওয়াজ শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাহুলের ন্যায় যাত্রায় গোলযোগের আশঙ্কায় মমতাকে চিঠি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: রাহুলের যাত্রায় গোলযোগের আশঙ্কায় মমতাকে চিঠি খাড়গেরবাংলায় রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'য় গোলমালের আশঙ্কা করছে কংগ্রেস। রাহুল যাতে নিরাপদে ও সুষ্ঠু ভাবে রাজ্যে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারেন, তা নিশ্চিত করার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। গত বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহারের বক্সীরহাট সীমান্ত দিয়ে অসম থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে রাহুলের যাত্রা। বর্তমানে সেই যাত্রা জলপাইগুড়িতে প্রবেশ করেছে। কোচবিহারে পৌঁছনোর কিছু পরেই জরুরি প্রয়োজনে রাহুলকে দিল্লি ফিরে যেতে হয়েছিল। কংগ্রেস সূত্রে খবর, রবিবার শিলিগুড়িতে 'ন্যায় যাত্রা'য় যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। কিন্তু জলপাইগুড়ির পিডব্লুউ মোড় থেকে 'ন্যায় যাত্রা' শিলিগুড়িতে কী ভাবে পৌঁছবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে পুলিশি অনুমতি না মেলায়। সেই নিয়ে বিবাদের আবহে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে 'ন্যায় যাত্রা'য় গোলমালের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন খাড়গে।

মণিপুর থেকে রাহুলের যাত্রা শুরু হওয়ার পর অসমে রাহুলের যাত্রায় গোলামালের ঘটনা ঘটেছিল। বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস। মমতাকে দেওয়া চিঠিতে সেই প্রসঙ্গ টেনেছেন খাড়গে। বাংলাতেও গোলমালের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মমতাকে জানিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন, 'আমাকে জানানো হয়েছে, কিছু দুষ্কৃতী আবার আমাদের যাত্রায় গোলমাল করতে পারে। আমি জানি না, এর পিছনে রাজ্য প্রশাসনকে বিড়ম্বনায় ফেলার উদ্দেশ্য রয়েছে কি না। না কি যাত্রাভঙ্গের উদ্দেশ্য রয়েছে।' গান্ধি পরিবারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সুসম্পর্কের বিষয়টি চিঠিতে মনে করিয়ে খাড়গের আর্জি, 'আপনার কাছে অনুরোধ, রাহুল গান্ধির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এটা আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে লেখাই ভাল হবে বলে মনে হল আমার।'

জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র শরিক হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য স্তরে আসনরফা নিয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে টানাপড়েন লেগেই রয়েছে। বাংলায় কোনও জোট হচ্ছে না বলেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও কংগ্রেস সূত্রে দাবি, তারা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গের শাসকদলের সঙ্গে। জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিরোধী জোটে মমতার থাকা কতটা জরুরি, তা নিয়েও নিয়মিত নিজেদের মত প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে রাহুল, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশদের। কিন্তু আসন সমঝোতা না হওয়ায় সম্পর্ক যে তিক্ত হয়েছে, তা এক রকম পরিষ্কার। তৃণমূল সূত্রেও তেমনটাই দাবি। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় রাহুলের যাত্রায় গোলমালের আশঙ্কা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে খাড়গের চিঠি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

এক নজরে

প্রয়াত শ্রীলা মজুমদার, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার। সাড়ে তিন বছর জরায়ুর ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন শ্রীলা। শনিবার বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার নিজের বাসভবনে মৃত্যু হয়েছে অভিনেত্রী। তাঁর মৃত্যুর শোকের ছায়া শিল্পী মহলে। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে জানালেন, অত্যন্ত দক্ষ অভিনেত্রী ছিলেন শ্রীলা। বাংলা ছবির জগতে বড় ক্ষতি হয়ে গেল। এক্স-এ শোকপ্রকাশ করে মমতা লেখেন, 'অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদারের শনিবার বিকেলে মৃত্যুর খবর শুনে শোকাহত। শ্রীলা বিশিষ্ট এবং দক্ষ অভিনেত্রী ছিলেন, যিনি বহু ভারতীয় ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। বাংলা ছবির জগতের জন্য এটা বড় ক্ষতি। ওঁর নক্ষত্রসুলভ উপস্থিতির অভাব অনুভূত হবে। ওঁর পরিবারকে সমবেদনা জানাই।'

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ফের বিশ্বরেকর্ড বোপান্নার, শুভেচ্ছা মোদির

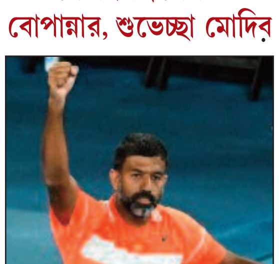

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: টেনিসের ওপেন যুগে পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার নজির গড়লেন বোপান্না। ৪৩ বছর ১১ মাস বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন তিনি। রড লেভার এরিনায় সতীর্থ ম্যাথু এবডেনকে নিয়ে শনিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ ডাবলস ট্রফি জিতলেন বোপান্না। ফাইনালে সিমোনে বোলেল্লি এবং আন্দ্রেয়া ভাভাসোরিকে ৭-৬, ৭-৫ গেমে হারালেন তাঁরা। ডাবলসে এটাই প্রথম ট্রফি বোপান্নার। এর আগে মিক্সড ডাবলসে একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম রয়েছে তাঁর। প্রধানমন্ত্রী বোপান্নাকে এই জয়ে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন, 'বয়স কোনও বাধা নয়।'

বিস্তারিত খেলার পাতায়

রায় সর্বোচ্চ আদালতের

দুই বিচারপতির সংঘাতে দুই বেঞ্চেই বিচারে স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেনজির সংঘাত নিয়ে শনিবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। বিষয়টি শোনার জন্য পাঁচ বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে শীর্ষ আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের সংঘাতের আবহে সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আপাতত মেডিক্যালে ভর্তি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের এই সংঘাতকে সুপ্রিম কোর্ট যে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে, তা ছুটির দিনে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ বেঞ্চে শুনানির আয়োজন করা থেকেই স্পষ্ট। শুনানিতে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন দেশের প্রধান বিচারপতি। পাঁচ বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ছাড়াও ছিলেন বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু। বিচারপতি সূর্যকান্ত ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর মেডিক্যালে ভর্তি মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল এবং ডিভিশন বেঞ্চের কোনও নির্দেশ আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। সোমবার আবার এই সংক্রান্ত শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা-ও স্থগিত থাকবে বলে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। অর্থাৎ, সিবিআই আপাতত মেডিক্যাল মামলায় তদন্ত করতে পারবে না। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এই মামলায় রাজ্যকে নোটিস দিয়েছে শীর্ষ আদালত। নোটিস দেওয়া হয়েছে সিবিআইকেও। সুপ্রিম কোর্ট মামলাকারীকেও নোটিস দিতে বলেছে। প্রধান বিচারপতি জানান, মামলাকারী চাইলে মামলার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এই মামলায় যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে মামলার (এসএলপি) আবেদন জানায় রাজ্য। সুপ্রিম কোর্ট সেই অনুমতিও দিয়েছে। মামলাটি করা হয়েছে রাজ্যের তরফে।

সুপ্রিম কোর্টে শনিবার রাজ্যের পক্ষ থেকে ছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সওয়াল করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে। অভিষেকের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বিচারপতি জানান, সোমবার এই মামলার শুনানি যখন হবে, তখন তাঁর বক্তব্য শোনা হবে।

বিতর্কের সূত্রপাত মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে কেন্দ্র করে। বিচারপতি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ওই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। পরে সিবিআইয়ের দায়ের করা এফআইআরও খারিজ করে দেয়।

বিহার রাজনীতিতে মহানাটক, জোট বাঁচাতে হাল ছাড়তে নারাজ খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: বিহারের রাজনীতিতে মহানাটক রীতিমতো জমে উঠেছে। গুঞ্জন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন নীতীশ কুমার। রবিবারই নাকি ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বললেন, 'ইন্ডিয়া জোটকে একজোট রাখতে ও বিহারের রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করতে তিনি ও তাঁর দল আপ্রাণ চেষ্টা করবে।' এদিন বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি জানি না নীতীশের মনে কী চলছে। আগামিকাল আমি দিল্লি যাচ্ছি। তখনই সমস্ত তথ্য পাব। দেখা যাক কী হয়।' এদিকে রবিবার সকালে জেডিইউ নেতারা একটি বৈঠক করবেন। আর তার পরই রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকারের কাছে গিয়ে নতুন সরকার গড়ার দাবি জানাবেন। সব কিছু ঠিক থাকলে রবিবার সন্ধ্যা কিংবা সোমবার সকালেই তাঁর শপথ নেওয়ার কথা। তার আগে শনিবারই বিজেপি বিধায়করা নাকি তাঁদের স্বাক্ষরিত চিঠি দেবেন নীতীশকে। সেই চিঠিতে একেবারে লিখিত ভাবে সমর্থন জানানো হবে জেডিইউ সুপ্রিমোকে। এমনই গুঞ্জন। সব মিলিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে দিয়ে এনডিএ-র হাত ধরা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে, 'মহাগঠবন্ধন' নিশ্চিত ভাঙছে জেনেও হাল ছাড়তে নারাজ আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। হ্যাম নেতা জিতনরাম মাঝি যদি মহাগঠবন্ধনে যোগ দেন, তাহলে তাঁর পুত্র সন্তোষ মাঝিকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হবে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ৭৯ জন আইপিএস ও ৪৫ জন বিহার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের আমলাকে বদলির নির্দেশ জারি করেছে বিহার সরকার। শোনা যাচ্ছে রবিবারের মধ্যেই বিহারে তৈরি হতে পারে নতুন মন্ত্রিসভা। তার আগে আরজেডি ভাইস প্রেসিডেন্ট শিবানন্দ তিওয়ারি জানিয়েছেন, তাঁরা নীতীশকে প্রশ্ন করেও কোনও উত্তর পাচ্ছেন না। তিনি আরও জানিয়েছেন, নীতীশের সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েও ফিরতে হয়েছে আরজেডি-কে। তিনি বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম নীতীশ কুমার আর এমন ভুল করবেন না। কিন্তু এখন সবটাই জলের মতো পরিষ্কার। আমাদের প্রশ্ন হল, আর কতবার এনডিএ-তে যাবেন উনি? এবার কি ইতিহাস গড়বেন নীতীশ?'

আচমকা বাতিল হল অমিত শাহের বঙ্গসফর!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফর বাতিল। শনিবার রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সোমবার তাঁর যে সভা ছিল, যে কর্মসূচিগুলি ছিল সেগুলি সবই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রবিবার রাতে তাঁর আসার কথা থাকলেও তিনি আসছেন না। এখন না এলেও ভোটমুখী বাংলায় কিছুদিন পরে তিনি বাংলায় আসতে পারেন। আপাতত বঙ্গ সফর বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অমিত শাহ। যদিও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের তরফে এখনও এই প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধরনা, বিহারে রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবই পড়েছে শাহের বঙ্গ সফরের উপর। কারণ, বিরোধী জোট থেকে বেরিয়ে আসছেন নীতীশ কুমার। ফের ভিড়তে চলেছেন এনডিএ-তে। সোজা কথায় মহাগঠবন্ধনের দেড় বছর কাটতে না কাটতেই ফের সরকার পরিবর্তন হতে চলেছে বিহারে। এদিকে নীতীশ 'নীতি' নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে। এক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎও বিস্তর উলটে পালটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়তে চলেছে জেডিইউ। তবে অক্ষত থাকছে নীতীশের কুর্সি। নবমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন তিনি। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আগে পাটলিপুত্রে যেতে পারেন শাহ। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৯ নভেম্বর বাংলায় এসেছিলেন শাহ। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় একটি বড় সভাও করেন। লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির জন্য ৩৫ আসনের টার্গেটও ঠিক করে দেন। ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে শাহি কৌশলের উপরেই সমর নীতি সাজাচ্ছে গেরুয়া শিবির, এমনটাই মনে করছিল রাজনৈতিক মহল। ধর্মতলার বুকে দাঁড়িয়ে নিয়ে রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক আক্রমণ বাণ শানিয়েছিলেন অমিত শাহএরইমধ্যে ফের বাংলায় এসে তিনি কী বলেন সেদিকে নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের। সামনেই লোকসভা ভোট। ১৮টি আসনে গত লোকসভা ভোটে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। এবার সেই সংখ্যাটা বাড়াতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। শাহের একাধিক বঙ্গ সফর এই প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর লোকসভা নির্বাচনের আগে শেষবেলার প্রস্তুতি সারতে এখন থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক-বিরোধী সবপক্ষই। সেখানে ঘনঘন শাহের এই বঙ্গে আগমন ঘিরে চর্চা ছিলই।

কলকাতা-সহ রাজ্য পুলিশে ব্যাপক রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোট ৬০ জন পুলিশ অফিসারকে বদলির সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার এবিষয়ে কলকাতা পুলিশের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি এদিন রাজ্য পুলিশের ২৮৫ জন অফিসারকে বদলির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশের অধীনে থাকা জোড়াসাঁকো, কড়েয়া, গার্ডেনরিচ, এন্টালি, ট্যাংরা, চিৎপুর-সহ একাধিক থানার অফিসারদের রদবদল করা হয়েছে। বদলি করা হয়েছে নন্দীগ্রাম থানার আইসিও। নন্দীগ্রাম থানার নতুন আইসি অনুপম মণ্ডল। তিনি এতদিন ভাটপাড়া থানার আইসি ছিলেন। কাঁথি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাসকে বদলি করা হয়েছে।

বকেয়া আদায়ে চূড়ান্ত সীমা বেঁধে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের বকেয়া আদায়ে এবার সময়সীমা বেঁধে চূড়ান্ত হুঙ্কার দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার রাজভবনে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যপালের চা চক্রের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, 'কেন্দ্র বঞ্চনা করছে। বিপুল টাকা বকেয়া। বার বার দাবি করা সত্ত্বেও তারা টাকা দিচ্ছে না। অফিসার স্তরের বৈঠকও হয়ে গেল। এতেও কাজ না হলে আমরা আর সাতদিন দেখব। সাতদিন পর থেকে লাগাতার তীব্র আন্দোলনে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস।'মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট যে ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই বকেয়া আদায়ের দাবিতে আবার বড়সড় কর্মসূচি নিতে চলেছে দল। জোট সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তৃণমূলনেত্রী তাঁর ঘোষিত অবস্থান আবারও স্পষ্ট করে দেন। রাজ্য কংগ্রেসের লাগাতার বিজেপিপন্থী কুৎসার জন্য তিনি যে বিরক্ত এবং এদের জন্যই জোটের জট, সেটা বুঝিয়ে দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, উত্তরবঙ্গে একই সময়ে মমতা এবং রাহুল গান্ধি থাকছেন। তখন কি দেখা বা বৈঠক হবে? এই প্রশ্নের জবাবে নেত্রী বলেন, 'এলে আসবে। আমার কর্মসূচি তো আগে থেকেই ঠিক আছে। যদি আসে এক কাপ চা খেয়ে যাবে।' এর বেশি একটি কথাও এ প্রসঙ্গে তৃণমূলনেত্রী বলেননি। কিন্তু এ নিয়েই রাজ্য-রাজনীতিতে সবরকম চর্চা তুঙ্গে ওঠে। এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ রাজভবনে আসেন মমতা। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এলে জাতীয় সংগীত শুরু হয়। এরপর অতিথিদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন রাজ্যপাল ও তৃণমূলনেত্রী। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিমান বসু, তথাগত রায়, চন্দ্র বসু প্রমুখ। ছিলেন ঊষা উত্থুপ, শুভাপ্রসন্ন, পূর্ণদাস বাউল-সহ সংস্কৃতি জগতের তারকারা। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট নাগরিক, সেনা ও পুলিশকর্তা, আমলারা। রাজ্যপালের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্য বিনিময়ের কথোপকথন চলে। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণেশ্বরের কুশল চৌধুরিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ছবি: অদিতি সাহা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I Sunil Kumar Agarwal, s/o Jagadish Prasad Agarwal, Residing at Shree Krishna Apartment, 2nd Floor, Ambika Kundu, Bye Lane, Haora (MC), Howrah - 711 104 (WB), do Solemnly declare that my name has been wrongly recorded in my some documents as Sunil Agarwal instead of **Sunil Kumar Agarwal**. The both names are one and same identical person vide affidavit no. 60 by C.M.M.S Court, Kolkata on 19/01/2024.

CHANGE OF NAME

I Anindita Joardar Agarwal, W/o Sunil Kumar Agarwal, Residing at Shree Krishna Apartment, 2nd Floor, Ambika Kundu, Bye Lane, Haora (MC), Howrah - 711 104 (WB), do Solemnly declare that my name has been wrongly recorded in my some documents as Anindita Agarwal instead of **Anindita Joardar Agarwal**. The both names are one and same identical person vide affidavit no. 59 by C.M.M.S Court, Kolkata on 19/01/2024.

CHANGE OF NAME

I Suraj Singh, S/o Late Uday Pratap Singh, Hindu, residing at 144/29 Dharmatala Road Haora 711106. Vide affidavit on 25th Jan 2024, from Kolkata High Court, mentioned that the Suraj Singh and Raju Singh is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে জানুয়ারি। ১৩ ই মাঘ । রবিবার। তৃতীয়া তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরি কেতুর মহাদশা কাল, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : দুশ্চিন্তা মুক্ত সময়। পরিবার স্বজনের সাথে সম্পর্ক শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা শুভ যোগাযোগ। জমি বাড়ি বাস্ত বিষয় শুভ। যারা লেখালেখি করেন সাংবাদিকতা করেন, তাদের কাছে আজ কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন গৃহবধূদের শুভ যোগ প্রেমিক যুগল আনন্দ প্রাপ্তির দিন। সন্তানের সাথে যে মতভেদ ছিল তা মিটে যাওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে করি দান করুন দেবতার উদ্দেশ্যে।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। যারা রাজ্যের বাইরে বা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন, তাদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বাণিজ্য বৃদ্ধির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার যট খুলবে। প্রেমিক যুগল বিবাহের দিন নির্ধারণ করতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। প্রবীণ নাগরিক, যারা অসুস্থ ছিলেন, তাদের সুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : অবুঝের মত তর্ক করলে সমাজের চোখে সম্মানহানি হবে। বান্ধব প্রতিবেশী দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য অশান্তির কালো মেঘ। জল ভ্রমণে বিপদ। দূর ভ্রমণে বিপদ। বিবাদ বিতর্ক বিশৃঙ্খলা থাকবে। এক তৃতীয় ব্যক্তি কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছবে। সতর্ক থাকা উচিত বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং কর্পূর দ্বারা সমস্ত দেবদেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি :আজ মনে হবে কেউ কথা রাখেনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে না গিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা কৌশলী হয়ে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা কিছু শুভ হবে। অর্থ আসবে ব্যায় হবে দ্বিগুণ। এক প্রতিবেশীর কু নজর আপনার প্রতি আছে। শান্তির উদ্দেশ্যে বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজনন করুন এবং শঙ্খ বাজান নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কোন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। যে পরিবারকে আপনি মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, আজ সেই পরিবার আপনার পাশে থেকেই দাঁড়াবে। আপনি আনন্দ পাবেন। খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা যারা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। এক পুরাতন প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় অর্থবৃদ্ধি সম্ভব। পরিবারের গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রদান করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ সকাল থেকেই দোকান বাজার বিষয়কে কেন্দ্র করে, পরিবারে তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধবে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের শরীর খারাপের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারের স্কুলে যাতায়াত করে এমন বিদ্যার্থীর জন্য তর্ক-বিতর্ক। বেতনভুক কর্মী যারা, তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার দিকে থাকবে। তর্ক-বিতর্ক না করে ধৈর্য ধরা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এবং নমো শিবায় কথাটি বলুন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শশুর বাড়ির স্বজনের বুদ্ধির দ্বারা, গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের দ্বারা, অশুভ অবস্থান। পারিবারিক বিষয় প্রতিবেশীর অশুভ নজর, আপনার দিকে থাকার কারণে, নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কোন রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব, কাজটি না হওয়ার জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। যানবাহন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। অবিবাহিত জাতক জাতিকাদের প্রেম আসবে। বিবাহের সম্ভাবনা আসবে। যারা বেতনভুক কর্মচারী, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র সহযোগিতায় আজ বড় কোন কাজ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি। গৃহবধূদের শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান গনেশের চরণে হলুদ নিবেদন করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আজ তা সমস্যা মুক্তির দিন। কোর্ট কাছারিতে যে মামলা ছিল, আজ আইন আপনার পক্ষে রায় দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থিতি। কিছু নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাস্তুভূমি গৃহ জমি বিষয়ে শুভ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রেমিক যুগল শুভ গৃহবধূদের শুভ। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন ছাত্র-ছাত্রী দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময়। যারা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন তাদেরও বহু সুযোগ আসবে। আজ শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। কোন বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্য দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে

কুম্ভ রাশি : আজ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। বিবাদ বিতর্ক থাকবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সকালবেলায় প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ। বিতর্ক থাকবে। ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্স এর ফাইল দেখে নিয়ম অনুযায়ী চলুন। নয়তো গভর্মেন্টের কোন চিঠি আপনার উদ্দেশ্যে আসতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। গৃহবধূদেরও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথের উদ্দেশ্যে নারিকেল প্রদান করুন বিপদনাশ হবে।

মীন রাশি : পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারের শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত, নিশ্চয়ই শুভ হবে। শিল্পী কলাকুশলী যারা--বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। শুভ যোগাযোগ হবে। ধৈর্য রাখলে সফলতা নিশ্চিত। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথ তার উদ্দেশ্যে সাদা মিষ্টান্ন প্রদান করুন শুভ হবে।

(আজ পাঞ্জাব কেশরি লালা লাজপত রায়ের পুন্য ভূমিষ্ঠ দিবস)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা
বই প্রকাশ এবং সাহিত্য সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে দেবাশিস কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো সন্ধ্যা প্রকাশন আয়োজিত বই প্রকাশ ও সাহিত্য সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও সমাজ কর্মী ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ইন কাউন্সিল দেবাশীষ কুমার, সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত প্রবীণ কবি নৃপেণ চক্রবর্তী এবং নমিতা চৌধুরী। ছিলেন কবি সুপ্তশ্রী সোম, কেতকী প্রসাদ রায়।

এদিন সন্ধ্যা প্রকাশন থেকে আট টি নতুন বই প্রকাশ পায়। তার মধ্যে সুজয় চন্দ্র ঘোষাল-এর উপন্যাস 'অন্ত স্রোত', চিকিৎসক কবি সুদীপ্ত রায়ের লেখা 'শধেরা ঝরে পড়ে' এবং কুমারীকা ব্যানার্জির লেখা 'আমার আকাশ' বই তিনটি উল্লেখ যোগ্য।

> অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও সমাজ কর্মী ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ইন কাউন্সিল দেবাশীষ কুমার, সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত প্রবীণ কবি নৃপেণ চক্রবর্তী এবং নমিতা চৌধুরী। ছিলেন কবি সুপ্তশ্রী সোম, কেতকী প্রসাদ রায়।

এদিন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য কাজ করছেন এমন কয়েকজনকে সম্মানিত করে সন্ধ্যা প্রকাশন নজির সৃষ্টি করলো। যা সাধারণত কলকাতা বইমেলায় কোনও প্রকাশনই করেনি বিগত বছরে। এদের মধ্যে সঙ্গীতে মুকুল চক্রবর্তী ও দেবারতি মিত্রকে যেমন সম্মানিত করা হয়, তেমনই দূরদর্শনে প্রখ্যাত সঞ্চালিকা দেবযানী আইচ, বাচিক শিল্পী কল্যাণী চক্রবর্তী, কবি মিলি চক্রবর্তী, প্রকাশন শিল্পী বাংলাদেশ-এর তরুণ প্রকাশক শিবলী শিহারকে সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে প্রধান অতিথি দেবাশীষ কুমার এবং সভাপতি নলিনী বেরা সন্ধ্যা প্রকাশন-এর কর্ণধার সাংবাদিক লেখক শংকর দত্তর এই মহতী কাজের প্রশংসা করেন।

আপৎকালীন সহায়তার স্বার্থে সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্সে প্যানিক বাটন বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোগী এবং তার পরিবারের সদস্যদের আপৎকালীন সহায়তা দিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর সমস্ত সরকারি এবং এজেন্সি নিযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্সে প্যানিক বাটন রাখা বাধ্যতামূলক করছে। যে কোনও বিপদ-আপদে অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগীর পরিজন সেই প্যানিক বাটন টিপলেই বিপদসংকেত নিমেষে পৌঁছে যাবে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের কন্ট্রোল রুমে একই সঙ্গে পুলিশের কাছে।

খবর পাওয়া মাত্রই অ্যাম্বুল্যান্সের অবস্থান খুঁজে বের করে প্রায়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া নেবে রাস্তায় থাকা ট্র্যাফিক পুলিশ। এই ব্যবস্থা এবার চলতি বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্সে লাগু করা হবে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৩০০০ অ্যাম্বুল্যান্সে বসতে চলেছে প্যানিক বাটন।

রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজে যুক্ত প্রায় সাড়ে ৩ হাজার অ্যাম্বুল্যান্স। প্রায় ১ হাজার '১০২' অ্যাম্বুল্যান্স, প্রায় ২ হাজার 'নিশ্চয় যান' এবং ৩০০ প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্য পরিবহণের অধীনস্থ সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য পরিবহণের অধীনস্থ সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সগুলিতে আছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে নিশ্চয় যানগুলির মালিককে খুঁজে পেতে। ব্যক্তিগত মালিকানার এই গাড়িগুলির নম্বর বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের কর্তাদের কাছে থাকে।

প্রয়োজনে ফোন করে ডেকে নেওয়া হয়। রাজ্যজুড়ে সেই সমস্ত নম্বর জোগাড় করে তাঁদের ডেকে প্যানিক বাটন লাগানো অত্যন্ত সময়াপেক্ষ কাজ। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দ্রুত এই কাজ সেরে ফেলতে পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে সেই কাজ করা হবে। কেননা, এই গাড়িগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তাঁদের কাছে থাকে। সেই সূত্রে সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সগুলির যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলিতে দ্রুত প্যানিক বাটন লাগানোর কাজ করা হবে। বাকি অ্যাম্বুল্যান্সগুলির মধ্যে এখনও পর্যন্ত আনুমানিক ২০০টি অ্যাম্বুল্যান্সে প্যানিক বাটন লাগানো আছে।

সিআরপিএফ-এর পশ্চিমবঙ্গ সেক্টর মর্যাদার সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল। সিআরপিএফ আধিকারিকদের পাশাপাশি জওয়ানরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অ্যানুয়াল সেমিনার দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতা: হাওড়া চ্যাপ্টার অন্তর্গত 'ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়া, (সংসদীয় আইনে তৈরি একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)' এর উদ্যোগে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয় কলকাতার একটি হোটেলে। সেমিনারের বিষয় 'ইমারর্জিং পার্সপেক্টিভ অফ ফাইনান্স প্রফেশনাল ফর এ সাসটেইনেবল ইকোনমি'।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দোলা সেন, অনুষ্ঠানে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী প্রফেশনালদের দায়িত্বের কথা প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করেন। হাওড়া চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় আঢ্য উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল পেশাদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ বসু এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্বাঞ্চলীয় সংসদ)। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট বক্তারা তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গই হাওড়া চ্যাপ্টারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে পূর্ণেন্দু দে, তাপস কুমার কাঁড়ার, অশোক সামন্ত সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে। অনুষ্ঠানে ১৮০ জন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে তাঁদের ধ্যানধারণা ও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

হাওড়া থেকে প্রথম চালু হল 'অ্যালস্টম' ইএমইউ ট্রেন

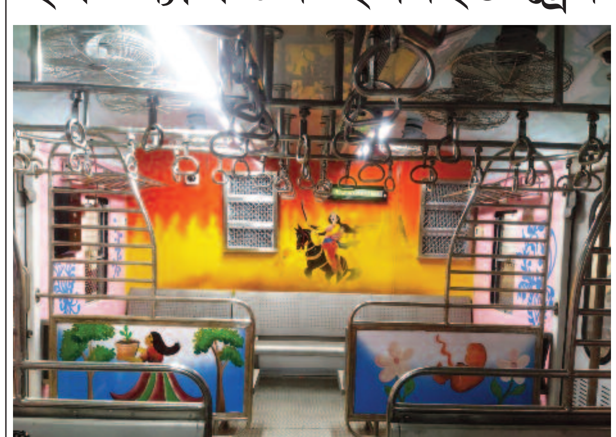

নিজস্ব প্রতিচবেদন, হাওড়া: পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ থেকে প্রথম 'অ্যালস্টম' ইএমইউ কামরা চালু করা হল। দেশের ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এই বিশেষ রেক বিশিষ্ট কামরার ট্রেন চালু করে পূর্ব রেল। শুক্রবার দুপুর ৩ টা নাগাদ ট্রেনের যাত্রার সবুজ পতাকা দেখান হাওড়া বিভাগের প্রধান সঞ্জীব কুমার। এই কামরাগুলিতে হাতে আঁকা বিভিন্ন ছবি রয়েছে। ট্রেনের বাইরের দেওয়াল জুড়ে দেশনায়ক নেতাজি, ভগৎ সিং সহ প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাবনাকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্বোধন উপলক্ষে যাত্রীদের পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে লাড্ডু বিতরণ করা হয়।

এই কামরাগুলিতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। এছাড়াও রয়েছে যাত্রী ইনফরমেশন ডিসপ্লে বোর্ড। ট্রেনের যাত্রী অরিত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ' যাত্রী বিশেষ করে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত ন্তকে স্বাগত জানাই। এটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল।' হাওড়া বিভাগের মুখ্য প্রবন্ধক সঞ্জীব কুমার জানান, 'বারো কামরার অ্যালস্টম রেক হাওড়া বিভাগে প্রথম চালু করা হলো। এই কামরাগুলো স্টিল দিয়ে তৈরি। যার দরুন অনেক বেশি মজবুত ও অগ্নিনিয়ন্ত্রক হয়। এতে এয়ার স্প্রিং ব্যবস্থা থাকার জন্য যাত্রাকালীন অভিজ্ঞতা অনেক সুখ দায়ক হয়। এই রেকের সবকটি কামরাতে সিসিটিভি ক্যামেরা ও মহিলা কামরাতে 'প্যানিক বটন' দেওয়া হয়েছে। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই বটনের মাধ্যমে মহিলা যাত্রীরা সরাসরি মোটম্যানের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। আগামীদিনে যে নতুন রেক আসবে তাতে এই ধরণের ব্যবস্থা রাখা হবে।'

ইন্দো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের বনভোজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেক সেক্টর ৫ সংলগ্ন একটি পিকনিক স্পটে ইন্দো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের ভারতীয় শাখার উদ্যোগে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ৬০ জন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজন। ছিলেন গায়ক রঞ্জন প্রসাদ, সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সুভাষ রায়, বিশিষ্ট অধ্যাপক ডপবিত্র দেবনাথ, অধ্যাপক ও লেখক শংকর প্রসাদ নস্কর প্রমুখ। মনোরম পরিবেশে নাচ, গান, কবিতা ও সাংস্কৃতিক আলোচনার প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত শিক্ষাবিদ কাজি মাসুম আখতার বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, মানবিক, কূটনৈতিক সম্পর্ক তথা সংহতিকে আরও মজবুত করার মহৎ লক্ষ্যে এই সংগঠনটি দুই দেশের উদারবাদী, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।'

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬শে জানুয়ারি ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল পূর্ব রেলওয়ে। কলকাতার জেমস লং সরণি, বেহালা, ইস্টার্ন রেলওয়েস স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেউসকর।

টিটাগড় ওয়াগান কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার বেলায় টিটাগড় ওয়াগান কারখানায় আচমকা আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে কারখানার ভেতর থেকে হুহু করে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া বের হতে দেখে কারখানা লাগোয়া এলাকার বসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। আগুন লাগার খবর পেতেই ওয়াগান কারখানায় ছুটে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর ওম প্রকাশ সাউ। তিনি জানান, গ্যাস কাটার মেশিন দিয়ে লোহার পাত কাটিং করার কাজ চলছিল। সেইসময় আগুনের শিখা ছিটকে পাশে প্রচুর মজুত থাকা কেমিক্যাল মিশ্রিত রঙের কৌটতে গিয়ে পড়ে। আর তা থেকেই আগুন ছড়ায়। তারপর সেই আগুন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালবাহী বড় ট্রাকেও লাগে। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে আগুনে হতাহাতের কোনও খ বর নেই।

ভারতের নতুন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি নিয়ে সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ আর্বিট্রেশন-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শনিবার ভারতের নতুন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সচিব সুনীল বার্থওয়াল।

এদিন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সচিব সুনীল বার্থওয়াল তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, রপ্তানি ক্ষেত্রে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার লক্ষ্যে নতুন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'প্রত্যেক পণ্যের জন্য বিশ্ব জুড়ে সুসংহত সরবরাহ মূল্য শৃঙ্খল রয়েছে। আমাদের সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে এবং নিজেদের কাজে লাগাতে হবে। নতুন এফটিপি-র মূল লক্ষ্য হল,এই মূল্য শৃঙ্খলে আমাদের অংশগ্রহণ আরও প্রশস্ত করা এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা।' এফটিপি-র অন্তর্ভুক্ত অভিনব দিকগুলি তুলে ধরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সচিব এও জানান, বিভিন্ন দেশে পেশাদারদের অবাধ চলাচলের জন্য এফটিএ তৈরি করা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি বাণিজ্যিক কাজকর্মকে সহজতর করে তোলার ক্ষেত্রে বিবাদ নিষ্পত্তির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার আহ্বানও জানান তিনি। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সম্মুখ থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আইসিএ-র ভূমিকার প্রশংসাও করতে দেখা যায় তাঁকে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সচিব সুনীল বার্থওয়াল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারি জেনারেল কেকা শর্মা, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ আর্বিট্রেশন-র ডিরেক্টর অরুণ চাওলা, ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি এন জি খৈতান।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র, গার্ডেন রিচের এসইআর সদর দপ্তর ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ ১৩ মাঘ ১৪৩০ রবিবার

২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে রেড রোডে কার্নিভাল।

২৬ শে জানুয়ারি শাহজাহানের ফেসবুকে পোস্ট, পরে ডিলিট

অন্যায় করেছেন, মন্তব্য ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশ তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ আইনজীবী মারফৎ হাইকোর্টে বার্তা পাঠাচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যে আদালতে ইডি তাঁকে বাংলার ওসামা বিন লাদেন বলে কটাক্ষও করেছে ইডি। কলকাতা হাই কোর্টে ইডির আইনজীবী বলেন, 'ওসামা বিন লাদেনের মতো ভয়েস মেসেজ করছেন শাহজাহান। তার পরেও পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না?'

বিতর্কিত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। সন্দেশখালিতে যে নেতার বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ইডি, সেই শাহজাহানের টিকিও নাকি ছুঁতে পারছে না পুলিশ। অথচ সকলের অলক্ষ্যে বসে দিব্যি তিনি ফেসবুক করছেন! ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে শুক্রবার শেখ শাহজাহানের ফেসবুক পেজে স্টেটাস আপডেট হয়েছিল। বদলে গিয়েছিল কভার ফটো। ছিল রিপাবলিক ডে'র পোস্ট। তবে এই মুহূর্তে সেই কভার ফটো-সহ পোস্ট উধাও। আর দেখা মিলছে না সেই পোস্টের।

সন্দেশখালিতে ইডির উপর আক্রমণের পর ২২ দিন কাটলেও এখনও অধরা শেখ শাহজাহান। তাঁকে নিয়ে রাজনীতির আঙিনায় জোরদার বিতর্ক হলেও এখনও তাঁর টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি পুলিশ। এরইমধ্যে ফেসবুক পোস্ট সামনে আসতেই তা নিয়ে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফেসবুকে স্টেটাস বদলাচ্ছেন শাহজাহান, আর রাজ্য পুলিশ তার স্টেটাস জানতে পারছে না কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই, ডিলিট সেই পোস্ট।

পোস্টের সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা শাহজাহানের হদিস পেতে চাইছেন, এই খবরও ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই ডিলিট করা হয় সেই ফেসবুক পোস্ট। তা নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর। এদিকে শাহজাহানকে নিয়ে মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদের স্পষ্ট বক্তব্য, যা করেছে তা অন্যায় করেছে শাহজাহান। তিনি জানান, 'আমি গণমাধ্যমে দেখেছি, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি আধিকারিকদের। যেটা করেছে নিশ্চিত করে বলছি অন্যায় করেছে।'

ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং হেভিওয়েট মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম যখন এই মন্তব্য করছেন তার পিছনে নিশ্চিত রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এটা পরিষ্কার, দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দিষ্ট করে সবুজ সংকেত দিয়েছেন শাহজাহান থেকে দলকে ধীরে ধীরে সরে আসার, এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যেখানে বারবার করে সন্দেশখালির নেতাকে দলের তরফে বিভিন্নভাবে গার্ড করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে আচমকাই এদিনের এই বিস্ফোরক মন্তব্য বিরোধীপক্ষকেও পাল্টা চাপ তৈরি করার রাস্তা করে দিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

একইসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠছে যে, শাহজাহান কাণ্ডে লোকসভা নির্বাচনের আগে কি বেকায়দায় পড়ল শাসকদল? আর সেই কারণেই সন্দেশখালির অত্যন্ত প্রভাবশালী এই নেতার মাথার উপর থেকে হাত তুলতে শুরু করে দিল শাসকদল। অতীতে জনরোষ থেকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ইডি আধিকারিকদের অত্যাচার, একাধিক তত্ত্ব খাড়া করেছিল শাসকদল। কিন্তু কোনও কিছুই যে শাসকদলের পক্ষে যাচ্ছে না। সেটা বুঝতে পেরেই কি দলের হেভিওয়েট মন্ত্রীর এই মন্তব্য, উঠছে প্রশ্ন।

এই লাখ টাকার প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে নানা মহলে। কেউ বলছেন, বাইরে পালিয়েছেন। আবার কেউ বলছেন, এলাকাতেই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। এলাকারই কিছু লোক তাঁকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করছে। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। যদিও সিবিআইয়ের সঙ্গে যৌথ সিট গড়ে আদালতের নির্দেশে চলছে তদন্ত।

মা-কে ভিডিও কল করে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিদেশে থাকা মা-কে ভিডিও কল করে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি!

নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর মাদার ডেয়ারি মোড়ের ঘটনা। মৃতের নাম চন্দ্রশেখর দাস (৪৫)। জানা গিয়েছে, স্থানীয় সরকার অ্যাপার্টমেন্টের নীচেরতলায় বিমল সরকারের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ছিলেন চন্দ্রশেখর । তাঁর পরিবারের সকলেই বাংলাদেশে থাকেন। গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু জানান, শুক্রবার বিকেলের দিকে এলাকার মানুষজন ফ্ল্যাট থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে তাকে ফোন করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নোয়াপাড়া থানার পুলিশকে জানান। পুলিশের উপস্থিতিতে স্থানীয়রা কলাপসিবল গেটের তালা খুলে এবং দরজা ভেঙে দেখেন, চন্দ্রশেখর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ঘরে লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁকে

উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। গৌতম জানান, বাংলাদেশ থেকে ওই ব্যক্তির এক বোন তাঁকে ফোনও করেছিলেন। তিনি জানতে পারেন, মা-কে ভিডিও কল করে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন। তবে কেনওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করলেন তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন! নরেন্দ্রপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল নরেন্দ্রপুরে বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরের এক স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার জেরে স্কুলের শিক্ষকদের স্কুলে ঢুকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে। নরেন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। স্কুলে হামলার রিপোর্ট তলব করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, এমনটাই সূত্রে খবর।

শনিবার বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দির স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাকে মারধরের অভিযোগও ওঠে। এদিকে অগ্নিগর্ভ এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে হাজির হয় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এদিকে সূত্রে খবর, ওই অভিযুক্ত শিক্ষকের পাশাপাশি বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে শিক্ষক-শিকিকাদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। বহিরাগতদের বিরুদ্ধে এই মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। এর পাশাপাশি স্কুলের ভিতরে ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মোবাইল ফোনও ভেঙে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। প্রধান শিক্ষকের মদতে এই মারধরের ঘটনা বলে অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা। যদিও প্রধান শিক্ষক ঘটনার কথা অস্বীকার করেন। ঘটনা স্থলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কার্যত এই ঘটনার জেরে স্কুলের ভিতরেই আটকে পড়েন আক্রান্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা।

এদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, 'আমাদের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে। এরকম একটি অভিযোগ উঠলে জনরোষ হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এই অভিযোগ আদৌ সত্য কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা অভিযুক্ত শিক্ষককে চিঠি পাঠিয়েছি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে আসছে না।'

পুলিশের অ্যাসোসিয়েশন করার অধিকার আছে: শোভন দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনও সংস্থার এসোসিয়েশন করার অধিকার আছে। পুলিশেরও অ্যাসোসিয়েশন করার অধিকার আছে। কিন্তু পুলিশ ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না।' শনিবার ব্যারাকপুর লাটবাগানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে সহযোগী পুলিশ কর্মীদের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'এই ওয়েলফেয়ার কমিটি পুলিশ কর্মীদের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছে। যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এজন্য তারা আলাদাভাবে পারিশ্রমিকও পান।' এদিনের সম্মেলনে মন্ত্রী

ছাড়াও ছিলেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহা নির্দেশক সঞ্জয় সিং, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির আহ্বায়ক বিজিতেশ্বর রাউত, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া প্রমুখ।

২৬ জানুয়ারি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আমন্ত্রণে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

জানুয়ারির শেষে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জানুয়ারি মাসের শেষে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। শনি থেকে সোমবার এই তিন দিন মনোরম আবহাওয়া থাকবে। সকালে হালকা কুয়াশা, পরে পরিষ্কার আকাশ। শীতের আমেজ থাকলেও জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আর নেই, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ থেকে ১৪ ডিগ্রির আশপাশেই থাকবে। সকালে হালকা কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। আগামী সোমবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে। মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় হয়ে যেতে হাওয়া বদল। বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শুক্রবার কলকাতায়

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার তা আরও কমে হয় ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী তিন দিনও তাপমাত্রায় এরকমই থাকবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে জানুয়ারির শেষে আবারও দক্ষিণবঙ্গের আকাশে মেঘ জমতে পারে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে রাজ্যে বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে। সেই সঙ্গে বাড়বে পাবে তাপমাত্রা। আগামী তিন-চারদিন তাপমাত্রায় বিশেষ বদল দেখা না গেলেও বুধবার অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি থেকে আবার মেঘ জমবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশে।

বুধ ও বৃহস্পতিবার অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের শেষ দিন এবং ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে। বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্ত ও বঙ্গোপসাগরে আবারও উচ্চচাপ বলয় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার প্রভাবে জলীয় বাতাস ঢুকবে। পূবালি হাওয়ার প্রভাব বাড়বে। এদিকে উত্তর বাংলাদেশে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে রাজস্থানে। একটি অক্ষরেখা রয়েছে মালদ্বীপ থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত যা কেরলের উপর দিয়ে রয়েছে। আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা শনিবার রাতে ঢুকবে। এর জেরে উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে।দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা হালকা বৃষ্টি হবে। সিকিমেও তুষারপাত হবে। প্রভাব পড়বে দার্জিলিংয়ে।

সবুজ সাথীর সাইকেল যথা সময়ে স্কুলে পৌঁছে দিতে বিশেষ নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ি থেকে দূরত্বের কারণে যাতে স্কুল যাওয়া বন্ধ না হয়, সে জন্য সবুজ সাথী প্রকল্পে পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'সবুজ সাথী' প্রকল্পে এবার যাতে সঠিক সময়ে সাইকেল সব পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ নিতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হল জেলা প্রশাসনকে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা জেলা শাসকদের কাছে একটি নির্দেশিকাও পাঠিয়েছেন। যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সাইকেল দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উপভোক্তাদের কাছে যাতে সাইকেল পৌঁছে দেওয়া হয় সেই বিষয়ের উপর নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছে নবান্নের তরফে। প্রশাসন সূত্রে খবর, যাতে এই টার্গেট পূরণ করা সম্ভব হয় সেই কারণে প্রতিদিন ৩০ হাজার করে সাইকেল 'ফিট' করা হচ্ছে।

এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, এখনও জেলাস্তরে মোট তিন লাখ সাইকেলের পার্টস ফিট করা বাকি। তা যদি পূরণ করতে হয় সেক্ষেত্রে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ হাজার সাইকেল ফিট করতে হবে। জানা গিয়েছে, একটি সাইকেল ফিট করার জন্য ১০০ টাকা করে পান কর্মীরা। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই টার্গেট পূরণে স্থানীয় কর্মীদের নিযুক্ত করতে হয় সেক্ষেত্রে তা পারবেন বলে জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। শুধু তাই নয়, সাইকেল ফিটিংয়ের পর তা স্কুলে স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে যাতে কোনও গড়িমসি না হয় সেই দিকেই জেলা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই পুরো বিষয়টির উপর নজরদারি চালানোর জন্য ২৭ জানুয়ারি অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। যেখানে এই সংক্রান্ত সমস্ত আপডেট খতিয়ে দেখা হবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সবুজ সাথী প্রকল্প আটবারে এক কোটি ১০ লাখের বেশি সাইকেল দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। চলতি বছর আরও ১১ লাখ সাইকেল দেওয়া হবে সরকারের পক্ষ থেকে। যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পড়ুয়াদের হাতে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী প্রশাসন।

বইমেলা কি তাঁদেরও? প্রশ্ন বিশেষভাবে সক্ষমদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন প্রজন্ম মোবাইলে আসক্ত। পাঠ্য বই ঠাড়া অন্য বই তারা উল্টে-পাল্টে তেমন দেখে না। এমন অভিযোগ যতই থাক কলকাতা বইমেলা যেন আবেগের নাম।

নতুন বইয়ের গন্ধ, একসঙ্গে এতগুলো স্টলে এত রকম বই দেখ তে পাওয়ার মধ্যে যেন ভীষণ একটা আনন্দ আছে। বইমেলা শুধু বই কেনা নয়, বই দেখাও বটে। কিন্তু সেই বইমেলা কি ওঁরা ব্রাত্য? এমনই অভিযোগ শারীরিক ভাবে অসমর্থ বইপ্রেমীদের। ওঁদের কেউ জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম। কেউ আবার বয়সের ভারে, কেউ আবার অসুস্থতায় হাঁটাচলার শক্তি হারিয়েছেন। কিন্তু বইয়ের প্রতি অনুরাগ তো তাতে কমেনি। কমেনি বইমেলা ঘোরার ইচ্ছে, একেবারে নিজের মতো করে।

বিশেষভাবে সক্ষম এই মানুষজনদেরই প্রশ্ন, বইমেলা সত্যি কি তাঁদেরও? অভিযোগ, শৌচাগার থেকে শুরু করে বইমেলার অধিকাংশ স্টলেই প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে বিশেষভাবে সক্ষমদের। কেন?

সমাজকর্মী তথা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা প্রিয়াঙ্কা দে জানান, তাঁকে হুইল চেয়ারে চলাচল করতে হয়। কলেজে পড়ান। কিন্তু চেষ্টা করেও বহু স্টলে ঢুকতেই পারেন না। তাঁর অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে বড় বড় বইয়ের স্টলে র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। র‍্যাম্পের পরেই কোলাপসিবল গেটের নিচের অংশ

পেরিয়ে যাওয়াটা সমস্যাজনক হয়ে ওঠে। প্রিয়াঙ্কাদেবীর কথায়, তিনি গিল্ডকে বলেছেন। আশ্বাস মিললেও কাজ হয়নি। অভিযোগ আরও এক বিশেষভাবে সক্ষম অধ্যাপতেক গলাতেও। তাঁর আক্ষেপ, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নেঢোকাই সম্ভব নয়। কারণ, সেখানেও র‍্যাম্প নেই। এমনকী বইমেলার 'গিল্ড' অফিসেও র‍্যাম্প নেই বলেই দাবি অনেকের।

যদিও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য খানিকটা সমস্যা থাকলেও বহু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেই পালটা দাবি করেছেন 'পাবলিশারস অ্যান্ড বুক সেলারস গিল্ড' সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'আমি তো দেখছি না কোথাও র‍্যাম্প নেই! বহু বড় স্টলে ব্যবস্থা রয়েছে। ছোট বইয়ের স্টলে তো র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা কঠিন। শৌচালয় নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। সেটাও মিটেছে। যাঁরা অভিযোগ করছেন, আর একবার দেখে নিন। আসুন বইমেলায়, অসুবিধা হবে না।'

ক্যানসার নিয়েই শুটিং, পথচলা থামল অভিনেত্রী শ্রীলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুরুটা হয়েছিল ১৯৮০ সালে মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' ছবির মাধ্যমে। তখন ১৬ বছরের কিশোরী শ্রীলা মজুমদার। তারপর 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে'-সহ ছবির তালিকাটা অনেক বড়। শেষ বার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'পালান' সিনেমায় শ্রীলাকে পর্দায় দেখা গিয়েছিল। সেই ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর। ক্যানসার নিয়েই শেষ ছবির শুটিং করেছিলেন তিনি।

শনিবার চিরঘুমে চলে গেলেন অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। বিগত ৩ বছর ধরে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে ভুগছিলেন অভিনেত্রী। তাঁর প্রয়ানে শোকের ছায়া শিল্পী

মহলে। শনিবার রাতেই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা অভিনেত্রীর।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'পালান' সিনেমায় তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর। তিনি বলেন, 'আমার এত খারাপ লাগছে যে বোঝাতে পারব না। আমরা একসঙ্গে পালানে শুট করলাম। তখন থেকেই অসুস্থ ছিল। কিন্তু ক্যানসারের কথাটা কক্ষনও বলেনি। কোনও দিন নিজের কষ্টের কথা বলল না ও। ভীষণ খ ারাপ লাগছে।' অন্যধারার ছবিতে বরাবর শ্রীলাকে দেখা গিয়েছে। শাবানা আজমি, স্মিতা পাতিল, নাসিউরুদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। 'তিন অধ্যায়', 'নীলিমায় নীল', 'অভিসন্ধি', 'ভালোবাসার বাড়ি', 'দ্য পার্সেল', 'শ্লীলতাহানির পরে' -সহ অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্রীলা। করেছেন হিন্দি সিনেমাও।

অবহেলায় বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত ভবন

অশোক সেনগুপ্ত

‘পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, মা শ্যামবিটপীঘন-তট-বিপ্লাবিনী ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।।’

ওপারে শ্রীরামপুর, এপারে বারাকপুর। মাঝে বিস্তীর্ণ গঙ্গা। বারাকপুরের তীরে মনিরামপুরে ইতিহাসের এক নির্বাক সাক্ষী। প্রশ্ন উঠছে গঙ্গার ধারে ঐতিহ্যের এই ভবন কি তার শেষের সে দিন গুনছে?

১৮৮০ থেকে ১৯২৫; আমৃত্যু এই বাড়িতে থাকতেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি বাড়ি। অসুস্থ সুরেন্দ্রনাথকে দেখতে মহাত্মা গান্ধী এই বাড়িতে প্রথম এসেছিলেন ১৯২৫-এর ৭ মে। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ১৯২৫-এর ৭ আগস্ট। ঠিক আগের দিন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অমর্ত্যধামে চলে গিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।

এখন বাড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হিসাবে। এই কলেজে ১৯৭৯ থেকে ২০১৩; প্রায় ৩৪ বছর অধ্যাপনা করেছেন কানাইপদ রায়। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, ‘কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় বাড়িটির প্রকৃত স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি অনেকটাই। সেই বাড়ি, ভেতরের সংগ্রহশালার কিছু অংশ গত কয়েক বছর ধরে অযত্ন আর অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা ভাবলেই বড় কষ্ট হয়!’

সুরেন্দ্রনাথের বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ডিরোজিও সাহেবের স্নেহধন্য প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রিয় বন্ধু। দুর্গাচরণ ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া। ডেভিড হেয়ারের প্রিয় ছাত্র হলেও, সেই সময়কার ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন তিনি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হয়েও দুর্গাচরণের প্রশ্রয়ে সুরেন আধুনিক মনস্কতায় বেড়ে উঠেছিলেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত করার জন্য তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের* অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের বিপরীতে মন্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কারকে সমর্থন করেছিলেন এবং অনেক উদারপন্থী নেতার সাথে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিবারেশন ফেডারেশন নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।

মনিরামপুরের বাড়ির একাংশ। ছবি — কানাইপদ রায়।

সংগ্রহশালায় পরিদর্শকদল। ছবি — কানাইপদ রায়।

প্রায় তিন বিঘা জমির ওপর মনিরামপুরে বিশাল দ্বিতল ভবন। ভবনের গা ঘেঁষে বালিঘাট। সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম জীবনীকার এবং বারাকপুরের ইতিহাস প্রণেতা কানাইবাবু জানান, দেশ-বিদেশে নানা মর্যাদাপূর্ণ সম্মেলনে ডাক পড়ত সুরেন্দ্রনাথের। কী বলবেন সভায়, এই ঘাটের পাশে তার মহড়া দিতেন। বিশ্বের সেরা পাঁচ বাগ্মীর অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। বিদ্বজনেরা বাঙ্ময় হয়ে শুনতেন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা।

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বেশ কিছুকাল বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এর পর সেখানে তৈরি হয় অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর। কিন্তু ছুটির দিনে ও সন্ধ্যার পর চলত অসামাজিক নানা কাজ। প্রায় পাশেই মহাদেবানন্দ কলেজ। ওদের বাড়তি জায়গা দরকার হল। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে আবেদন-নিবেদন করে পাওয়া গেল এই বাড়ি। অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর স্থানান্তরিত হল।

কলেজের নামকরণের কারণ প্রশ্নে কানাইবাবু জানান, কাছেই জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরির আশ্রম। তিনি মূল উদ্যোক্তা হিসাবে তৈরি করেন এই কলেজ। নাম দেন তাঁর গুরু, স্মরণীয় সাধক মহাদেবানন্দর স্মৃতিতে। এখন এই কলেজভবনে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশও হয়।

কেন সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা বিপন্ন? কানাইবাবু জানান, ‘প্রথমত, বেশ কিছুকাল বাড়িটির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। ফাটল ধরেছে কিছু স্থানে। বাড়িটির সঙ্গে কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথের জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। সেটি লোকে জানত না। এই বাড়ি স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিল ‘সিভিল ডিফেন্স হাউস’ নামে। আমি উদ্যোগী হয়ে ২০০০ সালের ৬ আগস্ট রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রকে দিয়ে বাড়ির প্রবেশপথের মুখে ‘সুরেন্দ্রনাথের বাসভবন’ লেখা পাথরের ফলক বসাই। এর পর থেকে বাড়িটি হেরিটেজ ঘোষণার চেষ্টা করতে থাকি। সেই চেষ্টা সফল হয় ২০০৭-এর ৫ মার্চ।’

কিন্তু ব্যানার্জি পরিবারের বাড়ির কোনও মালিক নেই? কানাইবাবু জানান, ‘বাড়িটি যে অঞ্চলে, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই উত্তর বারাকপুর পুরসভার প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান। ১৮৬৯ সালে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন তিনি। দীর্ঘকাল ওই দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র ভবতোষ ব্যানার্জী ওই পদে ছিলেন। তিনিও প্রয়াত হয়েছেন। পরিবারের কোনও দাবিদার নেই। এখন মালিকানা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের।’

তাঁর নাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্থানের নামে স্মরণ করা হয় যেমন ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন, সুরেন্দ্রনাথ ইভিনিং কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ, (পূর্বে রিপন কলেজ) এবং রাঁচির সুরেন্দ্রনাথ শতবর্ষী স্কুল এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড (জনপ্রিয় এসএন ব্যানার্জী রোড নামে পরিচিত)। কিন্তু তাঁর বসতভবনই পড়ে রয়েছে অনাদরে, অবহেলায়।

গঙ্গার পূর্বপাড়ে, বাড়ির পশ্চিমদিকে একটি স্মৃতিফলক। স্মৃতির বাড়ির পুরনো কথা জানাতে গিয়ে ফের কানাইবাবু ডুব দেন ইতিহাসের পাতায়। গান্ধীজী প্রথমবার এই বাড়িতে এসে তাঁর ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’-তে প্রশস্তি লিখেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার এসে ওই পত্রিকায় লেখেন রাষ্ট্রগুরুকে স্বীকৃতি দেন ‘লায়ন অফ বেঙ্গল’ নামে।

প্রাচীন দ্বিতল ভবনের দুটি ফটকের একটি বহুকাল ধরে বন্ধ। সেটি দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঢুকতেন গাড়ি করে। একতলায় ডানদিকে তাঁর স্মরণে আনুঃ ১৪ ফুট বাই ১২ ফুটের সংগ্রহশালা। সেখানে সুরেন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। তিনি জীবনের সর্বস্ব দান করে দিয়েছিলেন রিপন কলেজকে। যেটি পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিতে চিহ্নিত হয়। সেই দানের দলিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে এনে দিয়েছি ওই সংগ্রহশালায়।

কানাইবাবু জানান, ত্বাবা, মা, স্ত্রী-র সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কিছু মূল্যবান ছবি আমি এনে দিয়েছিলাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। ছবিগুলো অধিকাংশই এবং তাঁর বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর ব্যবহৃত চেয়ার এনে দিয়েছিলাম। সেটি এবং পুরনো আলমারিটি আছে। ২০০৮-এর ৮ সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর প্রপৌত্র, তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী এবং সুপ্রিয় মুন্সিকে এগুলো দেখানোর সুযোগ হয়েছিল।

কানাইবাবু বলেন, হেরিটেজ ভবনের ভেতর অডিটোরিয়াম, সাইকেল স্ট্যাণ্ডের আচ্ছাদন প্রভৃতি হয়েছে। যতদূর জানি হেরিটেজ ভবনে এরকম করা যায় না। সংগ্রহশালার মানোন্নয়নের জন্য অবসরের আগে একটা কমিটি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু যত্ন নিয়ে এটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং আগ্রহীদের দেখানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। আবেদন করেও অনেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। কলেজ-কর্তৃপক্ষর এরকম করার অধিকার নেই।

সুরেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে বাংলার সংস্কারকৃত আইন পরিষদে নির্বাচিত হন, একই বছর নাইট উপাধি পান*এবং ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত স্থানীয় স্ব-সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ‘এ নেশন ইন মেকিং’ লিখে যান। ১৯২৫ সালের ৬ আগস্ট ব্যারাকপুরে মারা যান।

বুধবার (২৪ জানুয়ারি, ২০২৪) রাতে যখন এই লেখা লিখছি, এই প্রতিবেদকের কাছ থেকে হেরিটেজ কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নম্বর নিয়ে কানাইবাবু তাঁকে আবেদন করলেন ইতিহাসের বাড়িটি বাঁচাতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য। ৭০ বছরের গবেষক-ইতিহাসপ্রেমীর আবেদন কতটা সফল হল, একমাত্র সময়ই তার উত্তর দিতে পারবে।

রাষ্ট্রগুরুর প্রয়াণের পর। ছবি কানাইপদ রায়ের সৌজন্যে।

তাঁর অনমনীয় মনোভাবের জন্য ইংরেজরা বলতেন সারেণ্ডার নট ব্যানার্জি। ছবি — কানাইপদ রায়।

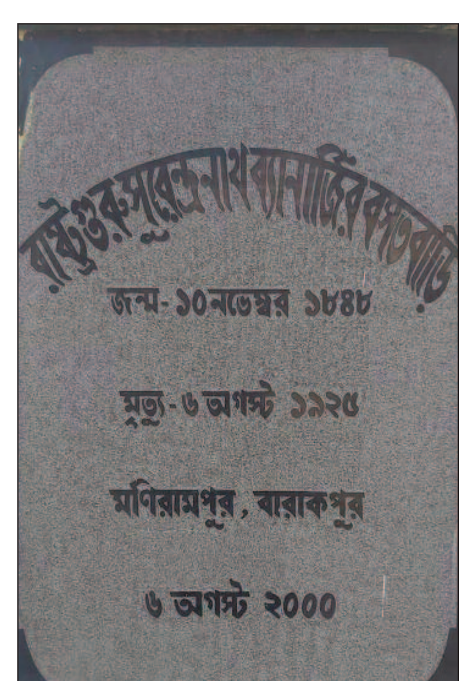

নামফলক। ছবি — লেখক

সম্পাদকীয়

মেলার উপর অনেকটা নির্ভর করে কিছু প্রান্তিক মানুষ, ভাবতে হবে এই ব্যাপারটা

গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় নিউ টাউন ইকো পার্কে আয়োজিত হয় হস্তশিল্প মেলা। জেলার অনেক দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছোট ব্যবসায়ী এখানে আসেন প্রতি বছর। এ বছর মেলায় ঘুরে কিছু খারাপ অভিজ্ঞতা হল। যেমন, মেলায় মোবাইল ফোন কোনও কাজ করেনি মোবাইল জ্যামারের কারণে। এর ফলে কেউ হারিয়ে গেলে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। বিশেষ করে শিশুরা কোনও ভাবে হারিয়ে গেলে বিরাট সমস্যা হচ্ছিল। এ দিকে জ্যামারের কারণে দোকানদারদের পক্ষে অনলাইন বেচাকেনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। নগদ টাকার সমস্যায় অনেক দোকানে ব্যবসা করা যাচ্ছিল না। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, একটি দোকানে প্রায় দু’হাজার টাকার জিনিস কিনতে না পেরে এক ক্রেতাকে চলে যেতে হয়। উনি অনলাইনের মাধ্যমে টাকা দিতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা করতে পারেননি। মেলায় কিছু কিছু সামগ্রীর দাম ছিল আকাশছোঁয়া। এ ক্ষেত্রে সরকারি তরফে দাম নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন ছিল। খাবার দোকান অনেক থাকলেও কিছু দোকানে খাবারের গুণগত মান বেশ খারাপ ছিল। এবং দামও ছিল অত্যধিক বেশি। মেলার বাইরেও চোখে পড়েছিল অনেক ছোট দোকানদার, যাঁরা মেলায় জায়গা না পেয়ে বাইরে বসে পড়েন। এঁদের কারণে মাঝেমাঝেই যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। পুলিশ এসে সেগুলি তুলে দিলেও সমস্যা থেকেই যাচ্ছিল। এক জন ব্যবসায়ী জানালেন, রোজই প্রায় নেতা-নেত্রীদের আনাগোনা লেগেই ছিল। এতে সাধারণ লোকজনের অসুবিধা তো হচ্ছিলই, দোকানের কেনাবেচাও কমে যাচ্ছিল ওই সময়ে। ছোট শহরের মেলাগুলোতেও আজকাল পুলিশ ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি করে থাকে। এখানে তেমন কিছুই চোখে পড়েনি। যাদের কথা ভেবে এই সরকারি মেলার আয়োজন, তারাই যদি সুবিধার বদলে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তো মেলার প্রাসঙ্গিকতাই হারিয়ে যায়।

আনন্দকথা

অতি প্রত্যূষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয় প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগান পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুল্‌চী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুল্‌চী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুর ও কুঠির পূর্বদিকে যে-ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুমকাজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা — নিকটে জুঁই, কোথাও বা শেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিমগায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুরপুষ্প — মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী — উচ্চ ইষ্টকনির্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

লালা লাজপত রায়

১৮৬৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লালা লাজপত রায়ের জন্মদিন।
১৯৩০ বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত যশরাজের জন্মদিন।
১৯৩৭ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যানপুরের জন্মদিন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নেতাজির ছবির নীচে তৃণমূল নেতার নাম থাকায় বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: নেতাজির ছবির নীচে তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম থাকায় আর তা নিয়ে বিতর্ক। বিরোধীদের কটাক্ষ, তৃণমূল আসলে নিজেদের নেতাজি মনে করে। আর তৃণমূলের দাবি, ছাপার ভুল!

রিষড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ নগর এলাকার ঘটনা। ২৬ জানুয়ারি গোটা দেশে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়েছে। তবে এই দিনেও এমন একাধিক ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যাকে ঘিরে শোরগোল। এবার নেতাজির ছবির নীচে লেখা তৃণমূল নেতার নাম। রিষড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ নগর এলাকায় তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে মালা দেওয়া হয়। সেই ছবি ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবির নীচে লেখা 'কিশোর ঘোষ, পৌর সদস্য'। বিষয়টি চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। শুরু হয় রাজনৈতিক চর্চা।

বিরোধী সিপিএমের অভিযোগ, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। ওরা নিজেদেরকেই নেতাজি ভাবে তাই এমন কাজ করতে পারে। যদিও তৃণমূলের রিষড়া শহর সভাপতি পুরসভার কাউন্সিলর মনোজ সাউয়ের দাবি, 'ছাপার ভুল হয়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, 'আমরা হোর্ডিং ছাপাতে দিলে প্রচারকের নাম তলায় লিখতে বলি। এক্ষেত্রেও তাই শুধু প্রচারকটা লেখা হয়নি। যখন দেখা গেল এমনটা হয়েছে, তখন ওই ছবি লাগানো ঠিক হয়নি।' যদিও যাঁকে নিয়ে এত শোরগোল তিনি এবিষয়ে কোনও কিছুই বলতে চাননি।

পাখির চোখ লোকসভা!

প্রতিটি ব্লকে সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এবার প্রতিটি ব্লকে সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে তৃণমূল। সেই কর্মসূচির প্রস্তুতি নিতে শনিবার সকালে পানাগড় বাজারে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের তপশিলি জাতি উপজাতি সেলের জেলা সভাপতি মোহন ধীবর। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে মজবুত করতেই এত তোড়জোড় বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

এদিন পানাগড় বাজারের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ব্লকের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। এদিন জেলা সভাপতিকে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের তপশিলি জাতি উপজাতি সেলের জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, তৃণমূল নেতা সন্দীপ মহল, গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, জেলার সাধারণ সম্পাদক পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

জেলা সভাপতি মোহন ধীবর জানিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই প্রতিটি ব্লকের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করা হবে। তিনি জানান, বিজেপি ধর্মের রাজনীতি করে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কেন্দ্রে ফের ক্ষমতায় আসলে তফশিলি জাতি উপজাতিদের উঠিয়ে দেবে। কারণ তাদের কাছে ওটা নিচু জাতি। যাদের কথা বিজেপি ভাবেই না। রাজ্যে এবার বিজেপি দুই থেকে তিনটি আসন পেতে পারে তার বেশি বিজেপি একটিও সিট পাবে না বলে দাবি করেন তিনি। কারণ হিসেবে তাঁর দাবি, মানুষ বিজেপিকে চিনে গিয়েছে। তারা শুধু ধর্ম নিয়েই রাজনীতি করে যার প্রমাণ রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে দেশজুড়ে শুধু প্রধানমন্ত্রীর ছবিকে সামনে রেখে প্রচার করে ভাবছে তারা লোকসভা নির্বাচনে জিতে যাবে। কিন্তু মানুষ তাদের জবাব দিয়ে দেবে।

অভিমানে আত্মঘাতী নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অভিমানে আত্মঘাতী নাবালিকা। হুগলির চুঁচুড়ার একটি স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত ওই ছাত্রী। দাবি, ফোন দিয়েছিল স্কুলের 'দিদি'। খানিক আপত্তি জানিয়েছিল পরিবারের লোকজন।

সূত্রের খবর, ওই নাবালিকার সঙ্গে তার স্কুলেরই আর একটি মেয়ের পরিচয় হয়েছিল। যদিও সেই মেয়েটি তার থেকে কয়েক ক্লাস উঁচুতে পড়ত। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হতে শুরু করে। বন্ধু বলেই পরিচয় দিত সকলের কাছে। বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। ক্রমেই তা বাড়তে থাকে। ছাত্রীর পরিবারের লোকজনের দাবি, বয়সে বড় হলেও বন্ধু বলেই পরিচয় দিত মেয়েটিকে। তাঁরা ভাবতেন একইসঙ্গে পড়াশোনা করতেই বারবার বাড়িতে আসত মেয়েটি। শুরুতে কিছু সন্দেহ না হলেও ধীরে ধীরে তাঁরা বুঝতে পারেন দুই মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। অন্যরকম কিছু একটা আছে। সন্দেহ হতেই তাঁরা মেয়েটিকে তাঁদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করেন।

সূত্রের খবর, যাতায়াত বন্ধ হলেও প্রায়শই ক্লাস নাইনের ছাত্রীটির বাড়ির সামনে চলে আসত মেয়েটি। স্কুটি নিয়ে এসে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত। গল্প করত। মৃত ছাত্রীর বাবার দাবি, 'আমি দোকানে কাজ করি। বাড়িতে বেশিরভাগ সময় থাকি না। ওর মা পিকনিকে গিয়েছিল। আমার মেয়েকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ও যায়নি। বাড়িতে একাই ছিল। বাড়ি এসে দেখি মেয়ের হাতে একটা মোবাইল। ওকে জিজ্ঞেস করি কে দিয়েছে। কিন্তু ও কিছু বলে না। কিন্তু, আমরা বুঝতে পারি এটা ওই মেয়েটিরই কাজ। যোগাযোগ যাতে বন্ধ না হয় তাই এই ব্যবস্থা।' এ ঘটনার পর বাবার সঙ্গে বিরিয়ানিও খেতেও বসেছিল ওই নাবালিকা। কিন্তু বেশি কিছু না খেয়ে উঠে যায়। বাবা খেতে বললেও কথা শোনেনি। রাত দশটা নাগাদ দেখা যায় ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে ওই নাবালিকা। মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে পাথার বাবা।

প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রভাত ফেরি-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁশাই অটোস্ট্যান্ডের একটি বেসরকারি স্কুলে, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রভাত ফেরি, পতাকা উত্তোলন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল।

জানা গিয়েছে, সরকারি ভাবে সার্কেলের উদ্যোগে পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে জেলা হয়ে রাজ্যস্তর পর্যন্ত, সকল ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল অনুষ্ঠান তথা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার মাধ্যমে বিদ্যালয়মুখী তথা শিক্ষামূলক পারদর্শিতা করে তোলার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মাদার মেরি স্কুল। উক্ত দিবসে ভারতবর্ষের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে, মাল্য প্রদান করে ও প্রদীপ প্রজ্জলন করে। প্রতিবছরই শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বলে জানান স্কুলের সম্পাদক অরুণ কুমার মিশ্রা।

উক্ত দিবসে প্রভাত ফেরি পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফল করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন স্কুলের সম্পাদক অরুণ কুমার মিশ্রা। ভারপ্রাপ্তস্কুলের পদক্ষেপে এবং উপস্থিতিতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি কাঞ্চন মিশ্রা, আয়ুস মিশ্রা, প্রশাসক শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার কুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষিকা তাপসী চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতি কনিকা ঘোষ, কানাইপুর পঞ্চায়েত উপ-প্রধান শ্রীযুক্ত ভবেশ ঘোষ মহাশয়, পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীযুক্ত পিন্টু চক্রবর্তী মহাশয়।

বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন রকমের আকর্ষণীয় খেলা যেমন গুলি চামচ, বস্তা দৌড় , দীর্ঘ লং জাম, চকলেট দৌড়, যেমন খুশি সাজো, বল নিয়ে ঝুড়ি দৌড় ,আলু দৌড় অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের প্রতিযোগিতায়, যা শৈশবের প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিশেষ রঙিন ইতিবাচক সাক্ষর রেখেছে। বিভিন্ন বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন। শুক্রবার প্রদীপ প্রজ্জলন ও স্পোর্টস পতাকা, পায়রা, বেলুন উড়িয়ে, উপস্থাপন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন স্কুলের সম্পাদক অরুণ কুমার মিশ্রা। মঞ্চে অতিথিদের বরণ পর্বের পর অতিথিরা একে একে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। এই বিশেষ দিবসের এই আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের শুভ কামনা করেন প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়া। উক্ত দিবসে দুস্থদের কম্বল বিতরণও করা হয়। তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমরা প্রত্যেক বছর এই প্রভাত ফেরি, পতাকা উত্তোলন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছি, যা সুশৃংখল ভাবে অক্ষুন্ন থাকবে প্রতিবছর।'

রঘুনাথপুরে শ্রমিক মেলা ফ্লপ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘনাথপুরের শ্রমিক মেলা ফ্লপ! এমনটাই দাবি মেলা কর্তৃপক্ষের। আরও দাবি, ফাঁকা মাঠে চলছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্টলগুলি রয়েছে ফাঁকা। দর্শক নেই শুধু রয়েছে চেয়ার। স্টল আছে, কিন্তু নেই স্টলের কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু শনিবার বেলা ১১টায় মেলার উদ্বোধন করলেও উদ্বোধনের কর্মসূচি শেষ হতে না হতেই ফাঁকা হয়ে গেল মেলা। ফাঁকা মাঠেই চলছে মেলা। আর এদিন শ্রমিক মেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের কটাক্ষ, এখানেও শ্রমিকদের নামে মেলার আয়োজন করা হলেও মেলায় শ্রমিকেরাই নেই। কেবলমাত্র সরকারি টাকার ধ্বংস করে টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় গুরুতর চালক ও আরোহী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সাত সকালে আবার পথ দুর্ঘটনা পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর বাজারে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। মারুতির সঙ্গে ট্রাক্টরের সংঘর্ষ। মারুতি গাড়িটি বরাকর থেকে পাণ্ডবেশ্বরের দিকে যাওয়ার পথে হরিপুর বাজারের সামনে একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখ সংঘর্ষ হয়। মারুতি গাড়িতে মোট পাঁচজন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের গুরুতর আঘাত লাগে বলে জানা যায়। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান এবং ট্রাক্টরে থাকা চালক সহ লেবারকে বাহাদুরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষকে ঘিরে যানজটের সৃষ্টি হয় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছয় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ট্রাক্টর ও মারুতি গাড়ি পাণ্ডবেশ্বর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মারুতি গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, তিনি বরাকর থেকে নিজের বাড়ি যাচ্ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানোর ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, তার ফলে উলটো দিক থেকে আসা ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। অপরদিকে স্থানীয়দের দাবি, এই জায়গায় বারংবার পথ দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। তার কারণ বাজারে যে হাম্পগুলি দেওয়া হয়েছে তার কোনও মার্ক করা হয়নি। তাই দূর দূরান্ত থেকে আসা গাড়িচালক হাম্পগুলি বুঝতে না পারার কারণে এই ধরনের পথ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে ট্র্যাফিক পুলিশের উদাসীনতার অভিযোগ তুলছে স্থানীয়দের একাংশ। স্থানীয়দের দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই হাম্পগুলি যদি চিহ্নিত করা হয়, তা হলে পথ দুর্ঘটনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

হনুমানের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণের দাবি বন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাজরা পাড়ায় এক অসুস্থ হনুমান হঠাৎ করেই ঢুকে পড়ে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। হনুমানটিকে দেখে হুলস্থুলু পড়ে যায় পরিবারের লোকজনের মধ্যে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, হনুমানটি হঠাৎ করেই তাঁদের বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে।

বন দপ্তরের কর্মীরা এসে অসুস্থ হনুমানটিকে উদ্ধার করেন। এরপর বিষ্ণুপুর রেঞ্জ অফিসে দ্রুততার সঙ্গে অসুস্থ হনুমানের চিকিৎসা শুরু হয়, যদিও চিকিৎসা চলাকালীন কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হনুমানের মৃত্যু হয়। বিষ্ণুপুরের বিট অফিসার শিবদাস চক্রবর্তী জানান, প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে হনুমানটির। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তবে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে জানান, কোথাও যদি কোনও বন্যপ্রাণী অসুস্থ থাকে, তবে তারা যাতে দ্রুত বন দপ্তরে খবর দেয়।

পরিত্যক্ত কোয়ার্টার থেকে পুলিশকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: থানা চত্বরের পরিত্যক্ত কোয়ার্টার থেকে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার ছাতনা থানায়। শুক্রবার গভীর রাতে থানা চত্বরে থাকা একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে ওই পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম হরেন্দ্রনাথ বাউরি। এই ঘটনা নিছক আত্মহত্যা, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ আছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছাতনা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে হরেন্দ্রনাথ বাউরি নামে ছাতনা থানার এক কনস্টেবলকে দেখতে না পেয়ে সহকর্মীরা খোঁজ শুরু করেন। এরপরই ছাতনা থানা চত্বরে একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে সিলিং থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান সহকর্মীরা। নতুন নাইলন দড়িতে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় হরেন্দ্রনাথ বাউরির মৃতদেহ ঝুলছিল। দেহটি উদ্ধার করে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

Delegate Election of
The RMS Co-operative Credit Society Ltd.
Regd. No: 02 dated 1935
8, Church Road, Howrah-711101

Memo no. 08 / Delegate Election/2024 **Date: 25.01.2024**

Notice

The notice is hereby published for all the concerned that, In pursuance of memo no. 3668-CEC/IV-01/2012-13 dated 15.09.2023 of the Secretary, Cooperative Election Commission, West Bengal and subsequent memo no. 1283/II-6/12 dated 11.10.2023 & 1449/II-6/12 dated 24.11.2023 of ARCS & Returning Officer, Howrah Range, We, the undersigned have been appointed as AROs to conduct and supervise the BOD election of the said Co-operative Society. In this regards, All the members are hereby informed that the Election of the Delegates of the above mentioned Society will be held on 25.02.2024(Sunday). The election schedule attached herewith will be considered as a part of this notice for the election of Delegates.

Number of Delegates to be elected: As per below given table

Zone wise Distribution of Delegates (As per Final Voter list)

Sl. No	Name of the Zones	Name of the Offices falling under the Zone	Number of members in each zone	Number of delegates to be elected from each Zone	Venue for Delegate Election for casting of votes
1	Zone 1	HRO RMS SB DIV , HRO RMS WB DIV	384	15 (Gen-11, SC/ST- 2, Female-2)	Postal Recreational Club, 4 th floor, Howrah HPO Building
2	Zone 2	HRO KOLKATA RMS DIV, HRO KOLKATA RMS DIV(BANK A/C)	227	09 (Gen-7,SC/ ST- 1, Female-1)	Postal Recreational Club, Kolkata GPO
3	Zone 3	SR MANAGER MMS CHENNAI , SR MANAGER MMS KOL	113	05 (Gen-4,SC/ ST-1)	Beleghata Mail Motor Service Office
4	Zone 4	HRO RMS H DIV	188	08 (Gen-5,SC/ ST- 2, Female-1)	Beleghata Mail Motor Service Office
5	Zone 5	HRO KOL AIRPORT SORT DIV	131	05 (Gen-3,SC/ ST- 1,Female-1)	Kolkata Airport Sorting Office
6	Zone 6	HRO RMS SG DN SILIGURI (CL-III), HRO RMS SG DN SILIGURI (CL- IV), HRO RMS SG DN SILIGURI (MG), SRO MALDA RMS, SENIOR POST MASTER DARJEELING(POSTAL)	82	03 (Gen-2,SC/ST-1)	Postal Recreational Club, 4 th floor, Howrah HPO Building
7	Zone 7	BARASAT H.P.O, BASIRHAT H.P.O, BELGHARIA H.P.O, SENIOR POST MASTER BARRACKPORE	67	03 (Gen-3)	Beleghata Mail Motor Service Office
8	Zone 8	BELEGHATA H.P.O	156	06 (Gen-5, Female-1)	Beleghata Mail Motor Service Office
9	Zone 9	BURRABAZAR H.P.O, COSSIPORE H.P.O, HOWRAH H.P.O, SALKIA H.P.O	66	03 (Gen-3)	Postal Recreational Club, 4 th floor, Howrah HPO Building
10	Zone 10	ALIPORE H.P.O, TOLLYGUNGE H.P.O	50	02 (Gen-2)	Postal Recreational Club, Kolkata GPO
11	Zone 11	KOLKATA GPO, O/O THE PMG, ADPS (III), KOLKATA RGN, OFFICE OF THE SUPDT. FGN POST, KOL-1, PARK STREET POST OFFICE CENTRAL KOLKATA, PMG OFFICE C/O-ACCOUNTS OFFICER, SR. ACCOUNTS OFFICER, OFFICE OF THE PMG,SB REGION, SUPDT. PSD KOLKATA, TELEPHONE HOUSE KOLKATA	154	06 (Gen-5, Female-1)	Postal Recreational Club, Kolkata GPO
12	Zone 12	NON TRACABLE UNIT, HRO PT DN PATNA, HRO RMS U DIV. MUZAFFARPUR, RO N DIV HOWRAH, SRO KIUL RMS	380	15 (Gen-15)	Postal Recreational Club, 4 th floor, Howrah HPO Building
		Total	**1998**	**80 (Gen-65,SC/ST-8,Female-7)**	

SCHEDULE FOR DELEGATE ELECTION-2024

SL. No.	Programme	Date	Time	Place
1	Publication of final voter list	03.01.2024 (Already published)	---	---
2	Issue of Nomination form	01.02.24,02.02.24 & 05.02.2024	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Office of The RMS Co-operative Credit Society Ltd.
3	Submission of Nomination Papers	05.02.24, 06.02.24 & 07.02.24	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Office of The RMS Co-operative Credit Society Ltd.
4	Scrutiny of Nomination Papers	09.02.24	From 12.00 (Noon)	Office of The RMS Co-operative Credit Society Ltd.
5	Publication of list of Valid Nominations	09.02.24	Immediately after Scrutiny	Society's Office Notice Board
6	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	10.02.24	Upto 3:00 p.m.	Office of The RMS Co-operative Credit Society Ltd
7	Publication of Final List of Contesting Candidates	10.02.24	After 3.00 p.m.	Society's Office Notice Board
8	Symbol allotment (if any) and all Contesting Candidate Meeting.	12.02.24	From 1.00 P.M.	Office of the Co-operation Directorate,Howrah Range at 5 & 6, M.G. Road, Howrah-711101
9	Date of Poll (if required)	25.02.2024	10.00 a.m. to 4.00 p.m.	Different Venues as per Election Notice(annexed)
10	Counting of Votes & Publication of Results	25.02.2024	After completion of Poll	Different Venues as per Election Notice(annexed)

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Delegate: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the Delegate, members have to produce Office ID card/Documents issued by the Society and a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination form (if applied for SC/ST reservation)and original to be produced before the ARO.
4) Nomination Paper should be submitted in the prescribed form –X as per rule 40(7)(i) of the WBCS Rules,2011.

Date: 25.01.2024

(Imtiaz Ahmed)
Assistant Returning Officer
The R.M.S. Co-operative Credit Society Ltd

(Joydip Moitra)
Assistant Returning Officer
The R.M.S. Co-operative Credit Society Ltd

(Shib Sankar Das)
Assistant Returning Officer
The R.M.S. Co-operative Credit Society Ltd

(Subhankar Sarkar)
Assistant Returning Officer
The R.M.S. Co-operative Credit Society Ltd

আসানসোলে ৬ দিনব্যাপী সবলা মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার আসানসোলের এসবি গড়াই রোডের বিদ্যাসাগর ময়দানে উদ্বোধন হল পশ্চিম বর্ধমান জেলার সবলা মেলা। ফিতে কেটে প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক।

এ বছর নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের এই মেলা তিন বছর ধরে আসানসোলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্ত মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। জেলা ছাড়াও ভিন জেলা সহ মোট ৫০টির বেশি স্টল বসানো হয়েছে। যার মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী নির্মিত বিভিন্ন ধরনের কাপড়জামা, ঘর সাজানোর জিনিস, আচার ও খাবারের স্টল রয়েছে।

জেলাশাসক উদ্বোধনী ভাষণে জানান, বিগত সবলা মেলাগুলিতে রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান বিক্রয়ের দিক থেকে এক থেকে পাঁচ নম্বরে রয়েছে। এবারও তিনি আশা করেন প্রত্যেক স্টলে বিক্রি ভালো হবে। মন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, আগে সেরকম কোনও মেলার আয়োজন পশ্চিমবঙ্গে হত না। তৃণমূল সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। যাতে গ্রামগঞ্জের পুরুষ এবং মহিলারা স্বনির্ভর হতে শিখেছেন। এই বছর আসানসোল বইমেলায় প্রায় দেড় কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। হস্তশিল্প মেলায় প্রায় ছ' কোটি টাকার কেনাবেচা হয়েছে। আগে শ্রমিক মেলা হত না। এখন সরকারের উদ্যোগে শ্রমিক মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি শিল্পাঞ্চলের মানুষকে এই মেলায় আসার জন্য আহ্বান জানান, যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত থাকা সদস্যরা উৎসাহিত হন।

যে ময়দানে মেলার আয়োজন করা হয়েছে সেই এলাকার কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান ডাক্তার দেবাশিশ সরকার জানান, এই নিয়ে এই মাঠে তিন বছর হল মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। গত বছরের মেলায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে। তিনি আশা করছেন, এ বছর ক্রয়বিক্রয় গত বছরকেও কেউ ছাপিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার এস পন্নমবলম, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, মহকুমাশাসক আসানসোল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক স্থানীয় কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান ডাক্তার দেবাশিস সরকার, মেয়র পরিষদ সুব্রত অধিকারী ছাড়াও একাকী কাউন্সিলর।

ছাত্র সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোঘাটের কামারপুকুর কলেজ, আহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ছাত্র সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোঘাটের কামারপুকুর কলেজ চত্বর। অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই মারামারি। উভয়ের মধ্যে মারামারির জেরে উভয় পক্ষেরই আহত হয়েছেন তিন জন। আহতদের মধ্যে একজন বহিরাগত আছে বলেও দাবি কলেজের বর্তমান ছাত্র নেতাদের। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কলেজ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। সেই সময়েই উভয় পক্ষের মধ্যে মারপিট চলে। উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরের দিকে ইট পাটকেল, লাঠি ছুঁড়তে থাকে। লাঠি দিয়ে পেটাতেও থাকে তারা। কলেজ জুড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় ইট পাথর ও বাঁশের লাঠি। কলেজের ছাত্র সংসদের বর্তমান ইউনিট প্রেসিডেন্ট সামির মল্লিক ও জেনারেল সেক্রেটারি শান্তনু দোলুইয়ের দাবি, বহিরাগত দুষ্কৃতীরা কলেজের পড়ুয়াদের উপর হামলা চালিয়েছে। তারা কেউই কলেজের নয়। ওরা বাঁকুড়ার জয়রামবাটি, সিহড়, বৈতল থেকে এসে আমাদের ওপর চড়াও হয়। সেই সময়ে আমরা ভোট প্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার পর একটি সেমিনার করছিলাম। সেই সময়ে বহিরাগত কিছু দুষ্কৃতী এসে অতর্কিতে হামলা চালায়। আর

তাতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ওদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ছাত্ররা রুখে দাঁড়ায়। তাতেই আহত হয়েছে দু'-তিনজন। আবার অপরপক্ষের শিব শংকর পালুইয়ের পাল্টা দাবি, কলেজে পাড়ায় সমাধান চলছিল। সাধারণ মানুষ সেই ক্যাম্পে যেতেই কলেজের ছাত্ররা তাদের ওপর চড়াও হয়। তাহলে কোনও ক্যাম্প স্কুলে বা কলেজে করলে তো আর কেউই যেতে পারবে না। এটাও তো দলীয় নির্দেশ মতোই করা হয়েছে। ওরা আক্রমণ করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কলেজে ছুটে যায় গোঘাট থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হলেও বহিরাগত একজনের আঘাত গুরুতর। তাঁকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রান্তের নাম হুমায়ুন মণ্ডল। গোঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, একটা গন্ডগোল হয়েছিল। সমাধান হয়ে গেছে।

প্রতিবাদ সভা থেকে বিজেপিকে বেনজির আক্রমণ করলেন মালতিপুরের তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিজেপি নেতাদের হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর। মালদার চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা বাজারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে প্রতিবাদ সভা থেকে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ ও বিজেপি নেতাদের বেনজির আক্রমণ করেন মালতিপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। শনিবার দুপুরে এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখার সময় আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, একদিকে মমতা ব্যানার্জি যখন উন্নয়নমূলক কাজ করছেন, তখন অন্যদিকে বিজেপিরা পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তারা চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গকে কিভাবে ধ্বংস করে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। জেনে রাখ, বিজেপি নরখাদকের দল, মানুষ হত্যাকারীর দল, নরখাদক যেমন মানুষের রক্তের জন্য খাঁ খাঁ করে, বিজেপির ওই বড় নরখাদক আর কিছু দালাল পুষেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে, যারা টিভিতে মুখ দেখায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে। সেই নরখাদক জেনে রাখ, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা তোমাদের ওই দাঁত হাত পা ভেঙে চুরমার করে দেবে। আগামী দিনে প্রত্যেকটা নরখাদকের দাঁত ভেঙে দেব আমরা। গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াই হবে মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাবে গোটা ভারতবর্ষকে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি বক্তব্য রাখতে কি আরও বলেন, আমরা দেখছি লোকসভা ভোটে এখানকার এমপি নতুন করে নেমে গেছেন রাস্তায়। গ্রামে গ্রামে ফুলের মালা গলায় পরছেন। কিছু মানুষকে আগে থেকেই টাকা দিয়ে বলছেন, ফুলের মালা তৈরি করে রাখিস আমি যখন গ্রামে ঢুকব তখন পরিয়ে দিবি। টিভিতে দেখাব, আর বলব গ্রামের মানুষ আমাকে খুব ভালোবাসে। জেনে রাখুন ১০০

দিনের কাজে গরিব মানুষের পায়ের জুতোটা শেষ হয়ে গেছে। আগামীতে সেই গরিব মানুষের পায়ের জুতোর মালা পরানো হবে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিল গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢুকবে। কিন্তু তা হয়নি। ২ কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি রাখেনি। যারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি তাদের গ্রামের মানুষেরা ব্যারিকেড তৈরি করে গ্রামে ঢুকতে দেবে না।

এই মন্তব্য প্রসঙ্গে উত্তর মালদার বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আমি সব জায়গায় যাচ্ছি। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস সব জায়গায় ব্যারিকেড হচ্ছে। মানুষ ওদেরকে ব্যারিকেড করছে। ওনাকে হইতো আটকাচ্ছে তাই এসব বলছে। আমাকে আটকাচ্ছে না ওনাকে আটকাবে। মানুষ সব হিসাব তাদের কাছ থেকে বুঝে নেবে।

মদের দোকান না খোলার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেন, বনগাঁ: এলাকায় মদের দোকান খোলা হলে পরিবেশ নষ্ট হবে। সেই দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। বাঁধার মুখে পড়ে দোকান না খুলে চলে যায় আবগারি দপ্তরের লোকেরা। তারা যেতেই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজনকে ধরে মারধর করে দোকান মালিকের লোকেরা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানা এলাকার কলমবাগান এলাকায় প্রদীপ রায় নামে এক ব্যক্তির সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান নিয়ে দীর্ঘদিন কোর্টে মামলা চলছিল। কোর্টের রায় নিয়ে এদিন আবগারি দপ্তরের তরফ থেকে দোকান খুলতে আসে আবগারি দপ্তরের অফিসারেরা। এই এলাকায় মদের দোকান খোলা যাবে না বলে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ জানাতে থাকে এলাকার বাসিন্দারা। বনগাঁ বাগদা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা। দীর্ঘক্ষণ আন্দোলন চলার ফলে দোকান না খুলেই ফিরে যায় আবগারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা। আবগারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা বেরিয়ে যেতেই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে যায় মালিকপক্ষ। আন্দোলনকারী দাবি করেন তিনি প্রতিবাদ করেছেন বলেই তাকে মারধর করেছে মদের দোকানের মালিক প্রদীপ রায় ও তার লোকেরা। যদিও মদের দোকানের মালিক প্রদীপ রায় দাবি করেছেন,তার দোকান তিনি একজনকে দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশে আবগারি দপ্তরের লোকেরা দোকান খুলতে গিয়েছিল। যিনি এই দোকানের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তিনি কিছু লোকজনকে টাকা দিয়ে নিয়ে এসে খুলতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ।

নাবালিকাদের বাড়ি ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে আরামবাগে, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নাবালিকাদের বাড়ি ছাড়ার প্রবণতা সোশ্যাল মিডিয়া বাড়িয়ে দিয়েছে। পাল্লা দিয়ে যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। স্কুল, কলেজে পড়ুয়াদের সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাবহার নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশই সমস্যার সুরাহা না হওয়ার কথা মানছেন। আরামবাগ মহকুমা আদালতে প্রায় ১০০ মতো পসকো কেস চলছে। সন্তানদের বাড়ি ছাড়া ও নির্যাতনের ঘটনা বাবা মায়েদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালানোর ঘটনা ক্রমবর্ধমান। ছেলে মেয়েদের খোঁজে বাবা মায়েরা মহকুমার থানাগুলোতে বারবার দ্বারস্থ হচ্ছেন। উদ্ধার করে আনার পরেও সমস্যা মিটছে না। শারীরিক সম্পর্কের বিষয়টি উঠে আসলে নতুন করে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। পসকো আইনে মামলা হচ্ছে। সামাজিক সম্মানের ভয়ে বিষয়টি প্রকাশ্যে না এলেও থানায় নিখোঁজের ডায়েরি ও কোর্টে পসকো মামলার সংখ্যা বাড়ছে। আরামবাগ পুলিশ প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। বাবা মায়েদের সন্তানদের ওপর সতর্ক নজর রাখার জন্য বলা হচ্ছে। বিশেষ করে উৎসব বা কোনও অনুষ্ঠানে বাইরে গেলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের এক পুলিশ অফিসার বলেন, আরামবাগ থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের একাধিক পালানোর ঘটনা ঘটছে। মহকুমার বহু যুবক কাজের সন্ধানে এইসব জায়গায় গিয়েছে। শহরের নামী দামি হোটেল, ঝকঝকে আবাসন বা অন্যের গাড়ির সামনের দাঁড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক পোস্ট করছে। যা দেখে অল্পবয়সিরা মোহিত হয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার উচ্চ শিক্ষিত কোনও ব্যাক্তির ভালো পোস্ট কপি করে নিজেদের নাম পোস্ট করে দিচ্ছে। ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডের শিক্ষার মান নিয়েও ভুল ধারনা তৈরি হচ্ছে। বাড়ি থেকে পালানোর পর অনেকক্ষেত্রে সম্মতিতে বা অসম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক হচ্ছে। উদ্ধারের পরেও সমস্যা মিটছে না। বাবা মায়েদের থানা আদালত করতে গিয়ে উদ্বেগের শিকার হতে হচ্ছে। ঘটনায় যুক্ত হয়ে পড়া অল্পবয়সিরা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ছে। আরামবাগ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর বিকাশ রায় বলেন, এই মুহূর্তে মহকুমা আদালতে প্রায় ১০০ টার মতো পসকো কেস চলছে। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। তবে এই ধরনের মামলায় দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের সাজা ঘোষণা করা হচ্ছে। অপরদিকে আরামবাগ মহিলা পুলিশ থানার ওসি সুস্মিতা দাস বলেন, আরামবাগে মহিলা থানা হওয়ার এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অভিভাবকরা আমাদের কাছে আসছেন। এমনকী যেসব মেয়েদের উদ্ধার করা হচ্ছে তাঁরাও খোলা মনে সব কথা বলতে পারছে। স্বয়ংসিদ্ধা নামে একটি সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল কলেজে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাবহার নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত যে নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাঁর মোকাবিলায় মহিলা থানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নাবালিকারা যাতে যৌন নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন হয় বিষয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। এতে করে আরামবাগে ক্রাইমের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক টাই কম। সবমিলিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত যৌনমূলক ভিডিও দেখে যাতে ক্রাইম না হয় সেই বিষয়ে সমাজের সকল মানুষকে সচেতন হতে হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

গোঘাটে দিঘি থেকে মাছ লুটের ষড়যন্ত্র, অভিযোগের তীর তৃণমূল প্রধান-সহ দলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিশাল দিঘি থেকে মাছ লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল অঞ্চল প্রধান থেকে শুরু করে অঞ্চল সভাপতি-সহ অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তবে গ্রামের মানুষের প্রতিরোধে ফিরে যেতে হয় তাদের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের মথুরা এলাকায়। জানা গেছে, সাত সকালেই গোঘাট এক নম্বর ব্লকের কুমুড়শা অঞ্চলের প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে ও তৃণমূল সভাপতি কাজল রায় দলবল নিয়ে দিঘির পাড়ে জেলেদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় বলে অভিযোগ ওঠে। গ্রামের মানুষ জানতে পেরে প্রতিরোধ করে। যদিও এই বিষয়ে প্রধান ও তার অনুগামীরা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ওই দিঘি নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে কোর্টে মামলা চলে। ওই দিঘির মালিকদের মধ্যে সৌভিক রায়ের (বাবুসোনা রায়) দাবি তারা নাকি কোর্ট থেকে দিঘিতে মাছ ধরার অনুমতি পায়। সেই মতো দিঘির সমস্ত শরিকদের অনুমতি নিয়ে মাছ ধরে। গ্রামের মানুষও আইনকে মান্যতা দিয়ে তাদের সহযোগিতা করে। কিন্তু স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতৃত্ব দিঘি

কবজা করার জন্য ওই দিঘির একটি শরিককে পুনরায় দিঘিতে মাছ ধরার জন্য উস্কানি দেয়। এমনকী ওই শরিককে মাছের ভাগ দেওয়া হচ্ছে না বলে প্রচার করতে থাকে। অথচ বাবুসোনা রায়ের দাবি প্রত্যেকবার মাছ ধরানো হলে প্রত্যেক শরিককে মাছের জন্য অর্থ দেওয়া হয়। তার প্রমানও আছে বলে দাবি করেন তিনি। এদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, অঞ্চল সভাপতি কাজল রায় ষড়যন্ত্র করে মাছ লুটের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ওঠে। তবে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয় ওই গ্রামের মানুষ। এই বিষয়ে সৌভিক রায় বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর মামলা চলার পর আমরা মাছ ধরার অনুমতি পাই। কিন্তু স্থানীয় প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্য টুম্পা সরকার লোকজন নিয়ে এসে মাছ লুট করতে আসে। আমরা এর বিচার চেয়ে আবারও প্রশাসনের দ্বারস্থ হব। তবে কুমুড়শা অঞ্চলের প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে'র সঙ্গে বার বার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, দিঘি নিয়ে শরিকদের মধ্যে বিবাদ হয়েছে। একজন শরিক মাছের ভাগ না পেয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। প্রধান সমাধান করতে গিয়েছিল। অপরদিকে গোঘাটের বিজেপি নেতা রাজু রানা বলেন, দিঘিটা নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সমস্যা ছিল। স্থানীয় তৃণমূল প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে নিজেদের কবজায় চেষ্টা করছে। ওখানে তৃণমূলের কয়েক জন মাছ লুট করতে গিয়েছিল।

তৃণমূল পদাধিকারীদের নাম ধরে একে একে গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়ার নিদান শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে শাসকবিরোধী রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক বক্তব্য তত বাড়ছে। উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ময়দান। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মধ্যক্ষ সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজী, হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল্লাহ গাজীর একে একে সবকটাকে গর্তে ঢুকিয়ে দেব, প্রকাশ্যে জনসভায় বললেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার প্রজাতন্ত্র দিবসের তিরঙ্গা যাত্রায় হাসনাবাদের বরুণহাট এলাকায় জনসভায় তৃণমূল নেতাদের নাম ধরে ধরে গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়ার নিদান দিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, এরা পঞ্চায়েত ভোট লুট করেছে আমার মিটিং আটকানোর চেষ্টা করেছে শাহজাহানের মতো এদের অবস্থা হবে। শুভেন্দুর পাল্টা বক্তব্য, হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজী বলেন, উনি নারদায় কিভাবে টাকা হাত পেতে নিয়েছেন সেটা দেখা গেছে। উনি সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত। সুন্দরবন মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা দেওয়ার কথা না বলে উনি ধর্মের সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মূলক কথা বলছেন। ওনার আত্মার শান্তি যদি পায় পাক উনার ক্ষমতা থাকলে করে দেখাক। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে আমরা জবাব দেব। হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, হাসনাবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি আমিরুল গাজী বলেন, উনি বেইমান গদ্দার মিথ্যে কথা বলেন এই পঞ্চায়েতের দুটো বিজেপি আসন পেয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছে উনি যা বলছেন ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন। লোকসভা ভোটে আমরা এই বিধানসভা থেকে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে দেখিয়ে দেবো।

প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জয়ী জেলা প্রশাসন একাদশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন একাদশ বনাম সাংবাদিক একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হয়। শুক্রবার দুপুরে শহরের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচটি হয়। ম্যাচে জেলা প্রশাসন একাদশ জয়লাভ করে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৫ অভারে সাংবাদিকদের দল ১৩৪ রান করে। পরে জেলা প্রশাসন একাদশ ব্যাট করতে নেমে ১৪ ওভারেই প্রয়োজনীয় রান তুলে নেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফর ঘিরে শুরু তৎপরতা, হল হেলিকপ্টার মহড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মালদা সফরকে ঘিরে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা। শনিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে হেলিকপ্টারের মহড়া দেওয়া হল ইংরেজবাজার শহরের ডিএসএ মাঠসংলগ্ন বিবেকানন্দ যুব ক্রীড়া ময়দানে। আগামী ৩১ জানুয়ারি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শনিবার দুপুরে হেলিকপ্টার মহড়া দেয়। ওই মাঠে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ও পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

এদিন সকাল থেকে চরম প্রস্তুতি শুরু হয় জেলা জুড়ে। প্রস্তুতি শুরু হয় মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ময়দান ও পার্শ্ববর্তী ময়দানে। তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করেন। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীও ঘুরে দেখেন সভাস্থল।

বারাসাত সদরে প্রথম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবার স্মার্ট ক্লাসরুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনা দমদম এলাকায় ৫টি স্কুল থাকলেও জেলা সদরে এই প্রথম স্মার্ট ক্লাস রুমের উদ্যোগ নেওয়া হল। উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহাকে ধন্যবাদ জানাই। এমন আরও কিছু স্কুলে স্মার্ট ক্লাস রুম চালু হবে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার মান আরও উন্নয়ন করার চেষ্টা চলছে। শনিবার বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ডঃ সুমিত কুমার সাহার ঐকান্ত প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস রুমের উদ্বোধন করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এদিনের অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় সহ বারাসাতের একাধিক কাউন্সিলর। বহুদিন ধরে এই ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি বামেদের দখলে ছিল। এবারই সেটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এসেছে। ডাঃ সুমিত কুমার সাহা পুরপিতা হয়েই পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডটিতে একের পর এক উন্নয়ন করে চলেছেন। এবার তার নবতম সংযোজন এই স্মার্ট ক্লাস রুম। এখানে থাকছে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স, যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীর প্রবেশ থেকে ছুটির সমস্ত তথ্য ডিজিটালি পৌঁছে যাবে অভিভাবকদের মোবাইলে। শ্রেণিকক্ষে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে পঠন পাঠনের সুবিধা। ডিজিটাল অত্যাধুনিক ব্যবস্থাকে ভরসা করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে শ্রেণিকক্ষটি। দেওয়ালে রয়েছে এডুকেশান কালার, বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়। বাতানুকূল ক্লাস রুমে থাকছে পরিশ্রুত পানীয়জল। এছাড়াও ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি দেওয়ালে রয়েছে শিক্ষামূলক ছবি। এই স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসার উৎসাহ আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা।

বাঘ এখন মমতা পুলিশের সংরক্ষণে

সন্দেশখালিতে যাব মার্চের প্রথম সপ্তাহে, হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মিছিল পাল্টা মিছিল। রাজনৈতিক বক্তব্য পাল্টা বক্তব্যে ৭৫ তম সাধারণতন্ত্র দিবসে উত্তপ্ত হল বসিরহাট। শুভেন্দু অধিকারীর তিরঙ্গা যাত্রা, তার পরিপেক্ষিতে সারদার টাকা চোর গো ব্যাকের পোস্টার পড়ল শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান বাড়িতে ইডির হানা সহ রাজ্যের তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে হেনস্তা, হয়রানি, রাজনৈতিকভাবে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতা বাসন্তী হাইওয়ে সরবেড়িয়া বাজারে থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার কয়েক হাজার আদিবাসী মহিলা প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো নেতৃত্বে পদযাত্রা ধিক্কার ও প্রতিবাদ সভা করেন। সেখানেই উঠে আসে ইডি, সিবিআই এর মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিদেরকে ব্যবহার করে বিজেপি রাজ্যের শাসকদল সহ বিজেপি বিরোধীদেরকে রাজনৈতিকভাবে কালিমা লিপ্ত করতে চাইছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা রাজ্যের শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের বাড়িতে গিয়ে হয়রানি ও

হেনস্তা করছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। এরই প্রতিবাদে বিধায়কের উদ্যোগে মিছিল ও তারপরে প্রকাশ্য জনসভা হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ধরেন বক্তারা। পাশাপাশি হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জের রোডে বরুণহাটে তিরঙ্গা যাত্রা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার ও একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন প্রকাশ্যে আবারও রাজ্যের তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন সন্দেশখালির বাঘ এখন কোথায়? মমতা পুলিশের সংরক্ষণে আছেন। বসিরহাটের পুলিশ সুপার ডক্টর জবি থমাসকে পুরো বিষয়টা জানেন। সরবেড়িয়া থেকে ধামাখালি ১১ কিলোমিটারের মধ্যে শাহজাহান যাতায়াত করছে। তিনি, বেরমজুর এক ও দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতর মধ্যেই ঘোরাফেরা করছেন। আগামী মার্চ মাসে সন্দেশখালি সরবেড়িয়াতে যাব, জনসভা করব। পাশাপাশি বলেন, আপনারা লড়াই করলে লোকসভা ভোটে আমরা বসিরহাট কেন্দ্র থেকেও জিতব। এই কথা শোনার পরে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমারবাবু বলেন, সুকান্ত মজুমদার ন্যাজাট থানা ঘেরাও করতে এসেছিল বাইরে থেকে ৫০০ লোক নিয়ে। এবার উনি (শুভেন্দু) আসবেন বাইরে থেকে ৫০০ লোক নিয়ে। উনি মুখে বড় বড় কথা বলেন, রাজনৈতিক শিষ্টাচার জানেন না, ভদ্রতা টুকুও নেই। উনি আসতেই পারেন, তবে সন্দেশখালি মানুষ ওনাকে ভোট দেবে না। আজকে মিছিল ও সভায় যেভাবে হাজার হাজার মানুষ তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা ও মিছিলে পা মিলিয়েছেন তাতেই প্রমাণ হয় বসিরহাটে বিজেপির কোনও জায়গা নেই।

৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির কর্তব্যপথে ভারতীয় সেনায় নারীশক্তির ক্ষমতায়ণের প্রদর্শন।

ফের ইডি-র তলব লালুপ্রসাদের বাড়িতে

পাটনা, ২৭ জানুয়ারি: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেড(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার রীতিমতো পাল্টি খেয়ে ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে বিজেপি তথা এনডিএ জোটের দিকে পা বাড়িয়েছেন। লালুপ্রসাদের দল, আরজেডি-র বিধায়কদের দিকে আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী পদেও নীতীশ ইস্তফা দিতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। ঠিক এই সময়ে লালু-জায়া তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীকে ফের তলব করল ইডি। এবার রাবড়ি দেবীর সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে মিসা ভারতী ও হেমা যাদবকেও সমন পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

ইডি সূত্রে খবর, জমির বদলে চাকরি দেওয়ার পুরানো দুর্নীতি মামলাতেই বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ও তাঁর দুই মেয়েকে তলব করেছে ইডি। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের পাটনায় ইডি-র অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর পুত্র তথা বিহারের বর্তমান উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকে তলব করেছিল ইডি।

প্রসঙ্গত, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৪ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে লালুপ্রসাদ যাদব তাঁর ঘনিষ্ঠদের বেআইনিভাবে রেলে চাকরি দিয়েছেন, জমির বদলে অনেককে চাকরি দিয়েছেন এবং রেলের সম্পত্তি আত্মীয়দের নামে করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এই মামলায় লালু প্রসাদ ও তাঁর পরিবার- সহ আরও ১৪ জনের নাম জড়িয়েছে। যদিও লালু প্রসাদের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তবে ফের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করল ইডি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৮৩.৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

ওয়াশিংটন, ২৭ জানুয়ারি: প্রাক্তন সাংবাদিক ও লেখক এলিজাবেথ জেন ক্যারলকে ধর্ষণ ও মানহানির মামলায় প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৮৩.৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল আমেরিকার এক ফেডারেল আদালত। এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ক্যারলকে। শুক্রবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতের ৯ সদস্যের প্যানেল ট্রাম্পকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। ৯ বিচারকের মধ্যে ছিলেন ৭ জন পুরুষ ও ২ জন নারী।

আদালত জানিয়েছে, এলিজাবেথ জেন ক্যারলকে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬৫ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে ট্রাম্পকে। আর মানহানি হওয়ায় ক্যারল ১১ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পাবেন। মানসিক ক্ষতিসাধনের জন্য ক্যারলকে বাকি ৭.৩ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে ট্রাম্পকে।

প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্যারলের অভিযোগ, ১৯৯৬ সালে ম্যানহাটনের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ড্রেসিংরুমে ট্রাম্প তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন। ওই সময় তিনি একজন বন্ধুর জন্য উপহার কিনতে সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্বপরিচিত ট্রাম্প তাঁকে উপহার পছন্দ করে দিতে সাহায্য করছিলেন। এর পাশাপাশি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগও করেছিলেন ক্যারল।

মহারাষ্ট্রের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি: ভারতীয় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। যে ঘটনায় প্রাণ হারান এক কর্মী। বিস্ফোরণের নেপথ্য কারণ খুঁজতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, মহারাষ্ট্রের ভান্ডারায় শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ আচমচাই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ওই কারখানা। আর সেই বিস্ফোরণের আগুনেই ঝলসে মৃত্যু হয় বছর বাহান্নর অবিনাশ মেশ্রামের। জানা গিয়েছে, তিনি দিনের প্রথম শিফটের কাজ করার সময়ই বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে আত্মরক্ষার কোনও পথ পাননি তিনি। সেই সময় ওই বিভাগে তিনি একা থাকায় আর কোনও প্রাণহানি হয়নি বলেই খবর। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুড়ে মৃত্যু কর্মীর

তবে কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, এদিন সকাল ৮.১৫ নাগাদ ভান্ডারার হেক্স বিভাগ থেকে ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। সেই বিকট আওয়াজ শুনে অন্য বিভাগের কর্মীরা ছুটে যান। সেখানেই অবিনাশকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। কারখানারই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এর কারণ জানতে তিন সদস্যের একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। ভারতীয় সেনা এবং অন্যান্য সরকারি বাহিনীর জন্য গোলাবারুদ তৈরি হয় এই কারখানায়। ভান্ডারার এসপি লোহিত মাতানি জানান, বোমায় ব্যবহার হওয়ার তার তৈরির কাজ করছিলেন অবিনাশ, সেই সময়ই বিস্ফোরণটি ঘটে। ওই কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য এবং পেনশন পাইয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তবে ভারতের অর্ডন্যান্স কারখানায় এমন বিস্ফোরণের ঘটনা কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

রামলালার মূর্তি নিয়ে আসা সুদৃশ্য রথের ছবি প্রকাশ্যে প্রকাশ করলেন অরুণ যোগীরাজ

অযোধ্যা, ২৭ জানুয়ারি: প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, অযোধ্যার রামলালা মন্দিরে এখন ভক্তের ঢল নেমেছে। এমনকী, মূর্তিটি তৈরি করেছেন যে ভাস্কর, সেই অরুণ যোগীরাজও বলেছেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, তিনিও রামলালা মূর্তি চিনতে পারছেন না। এই মূর্তি তাঁর নিজের হাতে গড়া, তা বিশ্বাসই হচ্ছে না। বস্তুত, রামলালা মূর্তি তৈরির বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি জানিয়েছেন কর্নাটকের মাইসুরুর এই ভাস্কর। জানিয়েছেন, মূর্তি তৈরির সময় রোজ বিকেলে মূর্তি দর্শন করতে আসতেন স্বয়ং হনুমান। আর যে সুদৃশ্য রথে চড়ে, তাঁর স্টুডিয়ো থেকে অযোধ্যার মন্দিরে পাড়ি দিয়েছিলেন রামলালা, সেই রথের একটি ছবিও প্রকাশ করেছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটি পোস্ট করে অরুণ জানিয়েছেন, ২২ জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠার ৫ দিন আগে, ১৭ জানুয়ারি রাতে মন্দিরে পাড়ি দিয়েছিলেন রামলালা। তার আগে স্টুডিয়োতে ৭ মাস ধরে তিনি মূর্তিটি খোদাই করেন। তারপর রথে চড়ে প্রাসাদে যাত্রা করেন রাম। সঙ্গে ছিল বহু মানুষ। যেটিকে রথ বলা হচ্ছে, সেটি আসলে একটি ছোট মাপের ট্রাক। সেটি সম্পূর্ণ ফুলে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ফুল দিয়ে স্বস্তিক চিহ্নও আঁকা ছিল সেই রথে। ছবিটিতে খোদ ভাস্করকে দেখা যাচ্ছে সেই রথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

এই রথের ছবিটি শেয়ার করার পাশাপাশি, ৭ মাসে ধরে এই বিগ্রহ গড়ার সয়ের অনেক অভিজ্ঞতাই জানিয়েছেন অরুণ যোগীরাজ। ভাস্কর বলেছেন, মূর্তি তৈরির সময় খোদ ঈশ্বরই তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন। আর মূর্তিটি কেমন হচ্ছে,তা দেখতে রোজ আসতেন

হনুমান। অরুণ যোগীরা জানিয়েছেন, মূর্তিটি তৈরির সময় প্রতিদিন বিকাল ৪ থেকে ৫টার মধ্যে একটি বানর আসত তাঁর স্টুডিয়োয়। ঠান্ডার কারণে, তাঁর স্টুডিয়ো চারিদিক থেকে ত্রিপল দিয়ে ঘেরা ছিল। দরজা বন্ধ করে কাজ করতেন তিনি। কিন্তু, তারপরও প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে বানরটি এসে, তাঁর স্টুডিয়োর দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিত। তিনি দরজা খুলে দিতেন, মূর্তিটি দেখে চলে যেত বানরটি। অরুণ যোগীরাজ বলেছেন, 'সম্ভবত ওই বানরটি ছিল খোদ হনুমানজি। ভগবান শ্রীরামকে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। আমি রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক, চম্পত রাইজিকেও এই কাহিনি বলেছি।'

শীত বাড়তেই পাকিস্তানে বাড়বাড়ন্ত নিউমোনিয়ার, মৃত্যু ২০০'র বেশি শিশুর

ইসলামাবাদ, ২৭ জানুয়ারি: প্রবল শীতে পাকিস্তানে ভয়ংকর আকার নিয়েছে নিউমোনিয়া। গত তিন সপ্তাহে সেদেশের পাঞ্জাব প্রদেশে নিউমোনিয়ার প্রকোপে মৃত্যু হয়েছে দুশোর উপর শিশুর। যাদের প্রত্যেকেরই বয়স পাঁচের নিচে। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছে পাক সরকার।

শীত বাড়তেই পাকিস্তানে বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে নিউমোনিয়ার। ভাইরাল জ্বরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। এই বিষয়ে পাঞ্জাবের কেয়ারটেকার সরকার জানিয়েছে, যে শিশুরা মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগকেই নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি। ওই শিশুরা অপুষ্টিতেও ভুগছিল। এছাড়া স্তন্যপানের অভাবে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ঠিকমতো তৈরি হয়নি। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে পাঞ্জাব প্রশাসন। গোটা প্রদেশের সমস্ত স্কুলে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোরের সমাবেশ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত ১ জানুয়ারি থেকে পাঞ্জাব প্রদেশে ১০ হাজার ৫২০ জন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫ বছরের নিচে ২২০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পাঞ্জাবে টিকাদান প্রকল্পের ডিরেক্টর মুখতার আহমেদ জানান, নিউমোনিয়া ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দুইয়ের প্রকোপে হয়। ভ্যাকসিন নেওয়া শিশুরা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেও ভাইরাল নিউমোনিয়া আক্রান্ত হচ্ছে।

সরকারের পক্ষ থেকে শিশুদের মাস্ক, গরম জামা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হাত ধোওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের শিশুদের নিউমোনিয়া থেকে বাঁচাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে পাক সরকার। গত বছর এই রোগে পাঞ্জাব প্রদেশে ৯০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। ফলে এবছর আক্রান্তের হারে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন পাক প্রশাসন।

ইজরায়েলকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ অব্যাহত রাখব: নেতানিয়াহু

হেগ, ২৭ জানুয়ারি: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু শুক্রবার বলেছেন যে ইজরায়েল আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে। এর আগে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) ইজরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছে গাজার ফিলিস্তিনি জনগণকে রক্ষা করতে এবং তাদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করতে।

নেতানিয়াহু এই বিবৃতি দিয়েছেন গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের যুদ্ধের কঠোর সমালোচনাকারী রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের পর । রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ আদালত শুক্রবার গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। তবে ইজরায়েলকে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি রোধে প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) শুক্রবার গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আদেশ দিতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু ইসরায়েলকে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি রোধে প্রচেষ্টা চালাতে বলেছে। মামলা দায়েরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলকে তার সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেছিল। নেতানিয়াহু গণহত্যার দাবীকে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন ।এবং বলেছেন, আমরা আমাদের দেশ ও নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখব।

'সাত বিধায়ককে কিনতে ২৫ কোটির টোপ'

বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: তাঁর সরকারকে ফেলতে বিধায়ক কেনাবেচার চেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি। শনিবার এই অভিযোগ তুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা 'আম আদমি পার্টি' (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'আমাদের দলের সাত জন বিধায়কের দল বদলের জন্য বিজেপির তরফে ২৫ কোটি টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে।'

টেলিফোনে আপ বিধায়কদের বিজেপির তরফে দেওয়া ঘুষের প্রস্তাব 'রেকর্ড' করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন কেজরিওয়াল। এর আগে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে বিরোধীদের পরিচালিত সরকার ভাঙা নিয়ে বিজেপিকে দুষেওছেন। সেই সঙ্গে আপ প্রধানের প্রশ্ন, রাজ্য রাজ্যে 'অপারেশন পদ্ম'-র জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের দল?

লোহিত সাগরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে হাউথিরা এবার হামলা ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীতে

লন্ডন, ২৭ জানুয়ারি: ফের হাউথির হামলা ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীতে। ২৬ জানুয়ারি এই হামলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জাহাজে রয়েছেন ২২ জন ভারতীয়। ইতিমধ্যেই নৌসেনা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী আইএনএস বিশাখাপত্তনম আডেন উপসাগরে মোতায়েন করা হয়েছে রাত থেকেই।

সম্প্রতি বার বার বিভিন্ন দেশের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে লোহিত সাগরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইয়েমেনের হাউথিরা। মিসাইল ছুঁড়ছে পণ্যবাহী জাহাজে। এবার ফের তাদের হামলার ঘটনা সামনে এল। নৌসেনার তরফে এক বিবৃতি পেশ করে বলা হয়েছে 'বাণিজ্যতরীতে আগুন নেভানোর কাজ তত্ত্বাবধান করছে এনবিসিডি টিম। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নিয়ে দলটি কাজ করছে।'

নৌবাহিনী আরও জানিয়েছে, জাহাজটির কাছ থেকে সহায়তার আর্জি পেতেই সাড়া দেয় সেনা। দ্রুত সেখানে যায় ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিশাখাপত্তম। তেলবাহী জাহাজটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনাই আপাতত লক্ষ্য। বিবৃতিতে নৌসেনা আরও জানিয়েছে, সমুদ্রে জাহাজ চলাচল অবাধ রাখতে সর্বদা নজরদারি চালানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, হাউথির লাগাতার হামলার প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে। ইরানের মদতপুষ্ট এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শানাচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনও। যেকোনও সময়ই বাজতে পারে যুদ্ধের দামামা। এবার লোহিত সাগরের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ফের হাউথির হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
CORRIGENDUM NOTICE
1. Tender Ref. No. : 3014/BM/2023-24 Dated : 25.01.2024
2. Tender Id :- (i) 2024_MAD_654420_1 (ii) 2024_MAD_654420_2 (iii) 2024_MAD_654420_3 (iv) 2024_MAD_654420_4 (v) 2024_MAD_654420_5. The Bid validity date will be 180 calendar days instead of 120 calendar days. All other terms and conditions will remain unchanged. For details see Bolpur Municipality Notice Board & website : www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 28/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 8 nos Civil works. Bid Submission start-**27/01/2024**, Ends- **09/02/2024** For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT- 46/23-24 under 5th SFC Fund 2023-2024 (Tied) Date : 25/01/2024 Memo No. 55/DEY/2023-24. Last date of submission BID 06/02/2024 at 12.00 Noon. Technical Bid opening 08/02/2024 at 12.00 Noon. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTender is being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No 2024_ZPHD_654912_1, DT-26/01/2024 (NIT NO-422/XVFC-UNTIED/NIT-2ND CALL/DS-I GP/2024, Dated-25/01/2024).** Last date of tender dropping **07-02-2024 up to 10.00 A.M.** and opening date of tender **10-02-2023 10.00 A.M.** For details plz. See the website www.wbtenders.gov.in or Office Notice Board.
Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tenders are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for execution of soil conservation works vide i) **NIT No-06(e)Soil Con.-Extn/2023-24 (2nd Call); dated 19.01.24 ii) NIT No 07(e)Soil Con.-Extn/2023-24; dated 19.01.24, iii) NIT No-08(e)/Soil Con.-Extn/2023-24**; dated **22.01.24.** For details please visit: www.wbtenders.gov.in
Sd/- A. Saha
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, Purulia

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/ EE/ NIeT-49/23-24 dt. 25-01-2024
NIeT No. AIC/ PD/ EE/ NIeT-50/23-24 dt. 25-01-2024
NIeT No. AIC/ PD/ EE/ NIeT-51/23-24 dt. 25-01-2024
E-tenders are invited by the Executive Engineer for Supply and fitting of various type of Miscellaneous Items at Sitalia SKUS. North 24 PGS; Different type of Pump Sets and Comet Brand petrol pump Set at any block level in any Districts of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria. Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 12/02/2024 at 16:30 hrs.

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites E-tender vide memo **no. WBMAD/ CM/DRN/ PWD/ NIT -33/23-24, WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/NIT-34/23-24, WBMAD/ CM/CCRD/ PWD/ NIT -35/23-24, WBMAD/CM/ BTRD/PWD/NIT-36/23-24, WBMAD/CM/BTRD/PWD/NIT-80/23-24** for various works at chakdaha municipal area under Chakdaha Municipality. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) vide **NIT No.: 59/KGP/2023 (Sl.- 01-05), Fund: SFC TIED, Date: 27.01.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **27.01.2024 at 06:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **13.02.2024 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **15.02.2024 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **16.02.2024 at 09:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

NIT Memo No.: N.I.T. 58/EO/ Bishnupur-II Dated 25/01/2024,
N.I.T. 207/Bishnupur-II dated 25/01/2024, N.I.T, 59/EO/ Bishnupur-II dated 25/01/2024, N.I.T. 62/EO/ Bishnupur-II dated 25/01/2024
Tender is hereby invited for (1 no works each under different Funds) from Bonafide and resourceful contractors having **40%** credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply. Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.
Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-II
Development Block
South 24 Parganas

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhad, reswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **Memo No.: BM/PWD/448/E-NIT/1-5 (1st Call), Date: 25/01/2024 .**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	Cons. of drain, RCC slab at malgari line & Kalbasti lane in w. no 6 & 11. **ID: 2024_MAD_654234_1**	470757.00	9415.00
2	Renovation of high drain at F.G. Street (N) in w.no 13. **ID: 2024_MAD_654234_2**	316584.00	6332.00
3	Renovation of drain at F.G. Street (S) in w.no 13 . **ID: 2024_MAD_654234_3**	305194.00	6104.00
4	Upgradation of Kalbasti lane from brick pavement to C.C. road in w no 11. **ID: 2024_MAD_654234_4**	258003.00	5160.00
5	Cons. of drain at J.C.Khan (s) opposite Mritunjay sweets in w no 01 & 02 . **ID: 2024_MAD_654234_5**	387044.00	7441.00

Fund : 15th Finance / Other Govt. fund. Time of Completion : 2 Month. Bid Submission Start Date (Online): **27/01/2024 at 11:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **09/02/2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **12/02/2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in
Sd/-
Chairman
Bhadreswar Municipality

পোপের শতকে ইংল্যান্ডের লিড

নিজস্ব প্রতিনিধি: যশস্বী জয়সোয়াল, লোকেশ রাহুলের পর রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতকে দ্বিতীয় দিনেই বড় লিড নিয়ে ইংল্যান্ডকে চাপে রেখেছিল ভারত। অষ্টম উইকেটে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে জাদেজার দায়িত্বশীল ব্যাটিং দেখে ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হায়দরাবাদ টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হারতে চলেছে ইংল্যান্ড।

৩ উইকেট হাতে রেখে ১৭৫ রানের লিডকে আজ তৃতীয় দিন বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারেনি ভারত। জো রুটের ভেলকিতে আর ১৫ রান তুলতেই স্বাগতিকেরা অলআউট হয়। ১৯০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমে এক পর্যায়ে ১৬৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। ভারতকে আবারও ব্যাটিংয়ে পাঠাতে হলে তখনো সফরকারীদের দরকার ২৭ রান। ততক্ষণে অশ্বিন-জাদেজাদেরও উইকেটের নেশা পেয়ে বসেছে। তাই ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল মাঞ্জরেকারের কথাই বুঝি সত্যি হতে চলেছে।

তবে ভারতীয় বোলারদের হতাশ করেন ওলি পোপ। ষষ্ঠ উইকেটে বেন ফোকসকে নিয়ে যোগ করেন ১১২ রানের জুটি। ব্যক্তিগত ৩৪ রানে ফোকস আউট হলেও এক প্রান্তে অবিচল থেকে পোপ তুলে নেন টেস্ট ক্যারিয়ারের পঞ্চম শতক। তিনে নামা এই ব্যাটসম্যানের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ৬ উইকেটে ৩১৬ রান তুলে দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড, লিড ১২৬ রানের।

হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে আজ সারা দিনে উঠেছে ৩৩১ রান। আগের দুই দিনও সংগ্রহটা ৩০০ ছাড়িয়েছিল। ইংলিশরা আজ ‘বাজবলের’ পসরা মেলে ধরাতেই ১২ বছর পর প্রথমবার ভারতে অনুষ্ঠিত কোনো টেস্টের প্রথম তিন দিনেই কমপক্ষে ৩০০ রান করে দেখা গেল। সর্বশেষ এমনটা দেখা গিয়েছিল ২০১২ সালে ভারত-নিউজিল্যান্ড বেঙ্গালুরু টেস্টে।

১৭ চারে ২০৮ বলে ১৪৮ রানে অপরাজিত আছেন পোপ। আগামীকাল আবার তাঁকে সঙ্গ দিতে নামবেন রেহান আহমেদ (১৬*)। পোপের শতকটি ২০১৮ সালের পর ভারতের মাটিতে কোনো সফরকারী দলের দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয়। তাঁর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে শতকটি ছিল শ্রীলঙ্কার দিমুথ করুণারত্নের; ২০২২ সালে বেঙ্গালুরু টেস্টে।

আর গত এক যুগে পোপের অপরাজিত ১৪৮ রানই ভারতের মাটিতে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো সফরকারী ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০১২ সালে আহমেদাবাদ টেস্টে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৬ রান করেছিলেন সাবেক অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক। আগামীকাল আর ২৭ রান করতে পারলে কুককে ছাড়িয়ে যাবেন পোপ।

ইংল্যান্ডকে এগিয়ে যেতে ভারতের দিশাহীন বোলিংও কিছুটা সহায়তা করেছে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩ রান অতিরিক্ত দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে জাজেদা-বুমরারা অতিরিক্ত দিয়েছেন ২২ রান।

এর আগে ৭ উইকেটে ৪২১ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। তবে ৮১ রান নিয়ে খেলতে নামা জাদেজা আজ আর ৬ রানের বেশি যোগ করতে পারেননি। দিনের দশম ওভারে জো বলে এলবিডব্লু হয়ে ফিরতে হয়েছে।

যদিও জাদেজার আউট নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। ইংলিশদের আবেদনে মাঠের আম্পায়ার আউট দিলে রিভিউ নেন জাদেজা। আলট্রাএজে দেখা যায়, বল জাদেজার ব্যাট ছুঁয়ে প্যাডে লেগেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা থাকায় মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন টিভি আম্পায়ার।

জাদেজাকে আউট করার পরের বলে বুমরাকেও ফেরান রুট। আর রেহান বোল্ড করেন ৪৪ রান করা প্যাটেলকে। ৭৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের সেরা বোলার ‘পার্ট টাইমার’ রুট, টেস্ট ক্যারিয়ারের এক ইনিংসে যা তাঁর দ্বিতীয় সেরা পারফরম্যান্স।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৬৪.৩ ওভারে ২৪৬
(স্টোকস ৭০, বেয়ারস্টো ৩৭, ডাকেট ৩৫; অশ্বিন ৩/৬৮, জাদেজা ৩/৮৮, বুমরা ২/২৮, অক্ষর ২/৩৩)
ভারত ১ম ইনিংস ১২১ ওভারে ৪৩৬
(জাদেজা ৮৭, রাহুল ৮৬, জয়সোয়াল ৮০; রুট ৪/৭৯, রেহান ২/১০৫, হার্টলি ২/১৩১)
ইংল্যান্ড ২য় ইনিংস ৭৭ ওভারে ৩১৬/৬
(পোপ ১৪৮*, ডাকেট ৪৭, ফোকস ৩৪, ক্রলি ৩১; বুমরা ২/২৯, অশ্বিন ২/৯৩, প্যাটল ১/৬৯, জাদেজা ১/১০১)
তৃতীয় দিন শেষে ইংল্যান্ড ১২৬ রানে এগিয়ে।

গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে ইতিহাস ভারতীয় ‘টেনিসবুড়ো’র

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বরেকর্ড রোহন বোপান্নার। টেনিসের ওপেন যুগে পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার নজির গড়লেন তিনি। ৪৩ বছর ১১ মাস বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন তিনি। রড লেভার এরিনায় সতীর্থ ম্যাথু এবডেনকে নিয়ে শনিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ ডাবলস ট্রফি জিতলেন বোপান্না। ফাইনালে সিমোনে বোলেল্লি এবং আন্দ্রেয়া ভাভাসোরিকে ৭-৬, ৭-৫ গেমে হারালেন তাঁরা। ডাবলসে এটাই প্রথম ট্রফি বোপান্নার। এর আগে মিক্সড ডাবলসে একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম রয়েছে তাঁর।

পুরুষদের বিভাগে এর আগে সবচেয়ে বেশি বয়সে ট্রফি জেতার রেকর্ড ছিল ফরাসি খেলোয়াড় জাঁ জুলিয়েন রজারের। ২০২২ সালে ৪০ বছর ৯ মাস বয়সে ফরাসি ওপেন জিতেছিলেন তিনি। সঙ্গী ছিলেন মার্সেলো আরেভোলা। তার আগে মাইক ব্রায়ান ২০১৮ সালের ইউএস ওপেন জিতেছিলেন ৪০ বছর ৪ মাস বয়সে। তালিকায় তৃতীয় আর এক ভারতীয় লিয়েন্ডার পেজ। তিনি ২০১৩ সালের ইউএস ওপেন জিতেছিলেন ৪০ বছর ২ মাস বয়সে। বোপান্না এঁদের সবাইকেই অনেকটা ছাপিয়ে গেলেন।

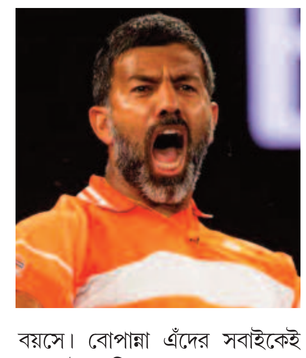

তবে পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার। তিনি ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মিক্সড ডাবলস জিতেছিলেন লিয়েন্ডার পেজরে সঙ্গে জুটি বেধে। তখন নাভ্রাতিলোভার বয়স ৪৬ বছর ২৬১ দিন। গত বছরের ইউএস ওপেনের সময়ই এই রেকর্ড গড়ে ফেলতে পারতেন বোপান্না। তবে সে বার হেরে যান রাজীব রাম এবং জো সালিসবারি জুটির কাছে।

বোপান্নার ম্যাচ শেষ হতেই মেলবোর্নের গ্যালারি থেকে চিৎকার উঠল, ‘ভারত মাতা কি জয়’। বোপান্নার সতীর্থ যেখানে একজন অস্ট্রেলিয়ান, সেখানে এক ভারতীয়ের নামে এই চিৎকার কবে শোনা গিয়েছে কেউই মনে করতে পারছেন না। ধারাভাষ্য দিতে বসা তিন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা, সোমদেব দেববর্মন এবং পূরব রাজাও কুর্নিশ করলেন বোপান্নাকে। পেজ বা মহেশ ভূপতির মতো সংখ্যায় অত বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম হয়তো বোপান্নার নেই। কিন্তু টেনিসের এক বিরল ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেল বোপান্নার নাম। আধুনিক ‘পাওয়ার টেনিসে’ বোপান্নার এই নজির ভাঙা মুশকিল বলে মনে করছেন টেনিস বিশেষজ্ঞেরা।

শনিবারের ম্যাচে মোড় ঘোরানো মুহূর্ত হয়ে দাঁড়াল দ্বিতীয় সেটের একাদশতম গেমে বোপান্নাদের ব্রেক। বোলেল্লি-ভাভাসোরিকে ব্রেক করলেন তাঁরা। তার আগে পর্যন্ত দুই জুটিই নিজেদের সার্ভিস ধরে রাখছিলেন। মনে করা হচ্ছিল প্রথম সেটের মতো দ্বিতীয় সেটও টাইব্রেকারে গড়াতে চলেছে। সে সময় বোপান্নার নেট প্লে এবং এবডেনের জোরালো সার্ভিস ম্যাচে তফাত গড়ে দিল।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জিতে সেরেনার পর সাবালেঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক নম্বর নয়, বেলারুশের তারকা আরিনা সাবেলেঙ্কা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে এসেছেন র্যারঙ্কিংয়ের ২ নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে। ফাইনালে আজ তাঁর প্রতিপক্ষ কিনওয়েন ঝেং ছিলেন ১২তম বাছাই। এরপরও মেলবোর্নে আজ দুজনের শিরোপা, নির্ধারণী ম্যাচটি নিয়ে উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল না টেনিস বিশ্বের। এ ম্যাচকে দেখা হচ্ছিল ‘মেয়েদের আধুনিক টেনিসের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী’ হিসেবে।

কিন্তু লড়াইটা তেমন হলো কই! একপেশে এক ম্যাচে ঝেংকে ৬,৩, ৬,২ গেমে উড়িয়ে দিয়ে এক কীর্তিতে সেরেনা উইলিয়ামসের পাশে বসেছেন সাবালেঙ্কা। ২০১৭ সালে সেরেনার পর প্রথম নারী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়েছেন বেলারুশের ২৫ বছর বয়সী মেয়ে।

মাত্র ৭৬ মিনিটেই শেষ হয়েছে এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালের রোমাঞ্চ। ম্যাচ শুরু হওয়ার ২ মিনিট পরই প্রথম গেমটি জিতে নেন সাবালেঙ্কা। খানিক পরই ঝেংয়ের সার্ভ ব্রেক করে এগিয়ে যান ২,০তে। এরপর নিজের সার্ভ থেকে স্কোরলাইন করেন ৩,০! কিছু বুঝে ওঠার আগেই যেন ম্যাচটি হাত ফসকে যেতে থাকে ঝেংয়ের।

ঝেং অবশ্য পরের গেমে ঘুরে দাঁড়ান। সহজেই জিতে স্কোরলাইন করেন ৩,১। কিন্তু নিজের সার্ভ পেয়ে সাবালেঙ্কা সেটা করে ফেলেন ৪,১। ম্যাচের তখন মাত্র ১৬ মিনিট কেটেছে। সাবালেঙ্কার প্রথম সেট জেতা যখন সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল, তখনই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সাবালেঙ্কার সার্ভ ব্রেক করে সপ্তম গেমটি জিতে নেন ঝেং। পরের গেমটিও জিতে স্কোরলাইন করেন ৫,৩। কিন্তু প্রথম সেটটি ৯ গেমের ওপারে যেতে দেননি সাবালেঙ্কা। ৩৩ মিনিটেই ৬,৩ গেমে জিতে নেন প্রথম সেট।

প্রথম সেটটা যেখানে শেষ করেছিলেন, দ্বিতীয় সেটটা যেন সেখান থেকেই শুরু করেন সাবালেঙ্কা। ঝেংয়ের সার্ভ ব্রেক করে জিতে নেন প্রথম গেম। এরপর নিজের সার্ভে করেন ২,০। এই সেটে ঝেং গুরে দাঁড়ান তৃতীয় গেমেই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এবারের সেটটা সাবালেঙ্কা শেষ করেন ৮ গেমের মধ্যে, জেতেন ৬,২ গেমে। এই সেটের শেষ দিকে চারবার চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট সেভ করে সাবালেঙ্কাকে ম্যাচ পয়েন্টটা নিতে কিছুটা বিলম্ব করানো ছাড়া আর কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেননি ঝেং।

ফাইনালটা কি এমন একপেশে হওয়ার কথা ছিল? ম্যাচের আগে টেনিস পণ্ডিতেরা বলছিলেন-মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় লড়াইটা সমানে সমানই হতে যাচ্ছে। সাবালেঙ্কা ও ঝেংয়ের খেলার ধরন বিশ্লেষণ করেই এমনটা বলেছিলেন তাঁরা। দুজনেরই শক্তির জায়গায় দারুণ মিল-সার্ভে ভালো এবং ফোরহ্যান্ডে দুর্দান্ত। কিন্তু বেসলাইনে ভালো খেলার কারণে কিছুটা হলেও কেউ কেউ এগিয়ে রাখছিলেন ঝেংকে।

কিন্তু সাবালেঙ্কা শুরু থেকেই নিজের সবচেয়ে শক্তির জায়গা সার্ভ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তিনি সার্ভগুলো করছিলেন ঝেংয়ের শরীর থেকে একটু দূরে। ফলে ফোরহ্যান্ড শটটাকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছিলেন না ঝেং। এ ছাড়া সাবালেঙ্কা শটগুলোও খেলছিলেন খুব গতিতে। সেই গতির সঙ্গেও মানিয়ে উঠতে পারছিলেন না ২১ বছর বয়সী মেয়ে।

সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বেলারুশের এক বাবা আর তাঁর মেয়ের একটি স্বপ্নই পূরণ হলো। চার বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন সাবালেঙ্কার বাবা। মারা যাওয়ার আগে তিনি মেয়েকে বলে গিয়েছিলেন নিজস্ব একটি স্বপ্নের কথা-আমি চাই, ২৫ বছরের মধ্যে তুমি অন্তত দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জেত!

সাবালেঙ্কা যখন বছরের পরবর্তী গ্র্যান্ড স্লাম ফ্রেঞ্চ ওপেনে খেলতে নামবেন, পা রাখবেন ২৬-এ। এর আগেই তো আজ দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জিতে ফেললেন সাবালেঙ্কা।

লারার রেকর্ড ভাঙা হল না আগারওয়ালের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের হয়ে এখনো অভিষেক হয়নি। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদে একবার জায়গা হলেও খেলার সুযোগ হয়নি। সেই তন্ময় আগারওয়াল গতকাল থেকে ক্রিকেট,বিশ্বে অন্যতম আলোচিত নাম। হায়দরাবাদের ২৮ বছর বয়সী ওপেনার আগারওয়াল রঞ্জি ট্রফিতে কাল অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ১৪৭ বলে ত্রিশতক করেছেন, যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ইতিহাসে দ্রুততম।

আগারওয়াল ভেঙেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো মারাইসের বিশ্ব রেকর্ড। ২০১৭ সালে দেশটির প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া প্রতিযোগিতা সানফয়েল থ্রি ডে কাপে বর্ডারের হয়ে ইস্টার্ন প্রভিন্সের বিপক্ষে ১৯১ বলে ত্রিশতক ছুঁয়েছিলেন মারাইস।

টস জিতে অরুণাচল প্রদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় হায়দরাবাদ। প্রথম ইনিংসে অরুণাচল ৩৯.৪ ওভারে ১৭২ রানে গুটিয়ে যায়। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আগারওয়ালের দ্রুততম ত্রিশতকে মাত্র ৪৮ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৫২৯ রান তোলে হায়দরাবাদ, রানরেট ১১.০২! দিন শেষে আগারওয়াল ৩৩ চার, ২১ ছক্কায় ১৬০ বলে ৩২৩ রানে অপরাজিত ছিলেন।

ম্যাচের তিন দিন বাকি থাকায় আগারওয়ালের সামনে ব্রায়ান লারার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড লারার, ১৯৯৪ সালে ইংলিশ কাউন্টি ক্লাব ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে ডারহামের বিপক্ষে ৫০১ রানে অপরাজিত ছিলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি।

আর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ভাওসাহেব বাবাসাহেব নিম্বলকারের। ১৯৪৮ সালে রঞ্জি ট্রফিতেই কাথিয়াবারের বিপক্ষে ৪৪৩ রানে অপরাজিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের নিম্বলকার।

তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে লারার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে কিংবা ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলা নিম্বলকারকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি আগারওয়াল। আজ সকালে আর ৪৩ রান যোগ করে আউট হয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। ৩৪ চার, ২৬ ছক্কায় ১৮১ বলে ৩৬৬ রানে শেষ হয়েছে তাঁর মহাকাব্যিক ইনিংস। আগারওয়াল আউট হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন হায়দরাবাদ অধিনায়ক গাহলাউত রাহুল সিং, যিনি আগারওয়ালের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে তুলেছিলেন ৪৪৯ রান।

লারা কিংবা নিম্বলকারের রেকর্ড ভাঙার দিকে যে ঝোঁক নেই, সেটা গতকালই বার্তা সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছিলেন আগারওয়াল। তিনি বলেছিলেন, ‘না, আমি এটা (রেকর্ড ভাঙা) নিয়ে ভাবছি না। কারণ, আমি জানি না শনিবার (আজ) আমরা আরও কতক্ষণ ব্যাট করব। তবে যতক্ষণ ব্যাট করার সুযোগ পাব, যেভাবে শুরু করেছি, সেভাবেই খেলার চেষ্টা করব। যদি এটা হয়, তাহলে ভালো। এটা করতেই হবে, এমন ভাবনা নেই।’

ব্রিসবেন টেস্ট জিততে আরও ১৫৬ রান চাই অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রিসবেনে দিবা, রাত্রির টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সামনে কি কঠিন লক্ষ্য ছুড়ে দিতে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ? উত্তর দেওয়াটা আসলে বেশ কঠিন। চতুর্থ ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ২১৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তৃতীয় দিন শেষে ২ উইকেটে ৬০ রান অস্ট্রেলিয়ার। সাদা চোখে দেখে মনে হচ্ছে, আপাতত অস্ট্রেলিয়াই কিছুটা এগিয়ে। তবে শঙ্কাও আছে।

কেন;সে প্রশ্নের উত্তরে একটি পরিসংখ্যান সামনে আনা যায়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দিবা,রাত্রির টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ ১৮৭ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড আছে। অ্যাডিলেডে সেই টেস্ট জিতেছিল অস্ট্রেলিয়াই, ২০১৫ সালে। এবার ব্রিসবেনে জিততে হলে নিজেদের সেই রেকর্ড ভাঙতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে।

আবার এর আগে ঘরের মাঠে ১১টি দিবা,রাত্রির টেস্ট খেলে সব কটিই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের দল নিশ্চয়ই চাইবে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে।

জয়ের জন্য এখনো ১৫৬ রান চাই কামিন্সদের। ক্রিজে অপরাজিত স্টিভ স্মিথ (৩৩*) ও ক্যামেরন গ্রিন (৯*)। আজ ১৯ ওভার ব্যাট করতেই উসমান ও মারনাস লাবুশেনকে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান স্মিথ এবং গ্রিনও খুব স্বস্তি নিয়ে ব্যাট করতে পারেননি। কে জানে আগামীকাল কী হয়!

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে রান যখন ১৯৩, মিচেল স্টার্কের ভয়ংকর ইনসুইঙ্গিং ইয়র্কার ব্যাটে পাননি শামার জোসেফ। বল পায়ের আঙুলে আঘাত হানায় চোট পান ক্যারিবিয়ান পেসার। স্টার্করা ভেবেছিলেন জোসেফ এলবিডব্লু, কিন্তু ডেলিভারিটি ‘নো’ ছিল।

১১তম ব্যাটসম্যান জোসেফ রক্তাক্ত বুড়ো আঙুল নিয়ে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়ার সঙ্গেই শেষ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস;৭২.৩ ওভারে ১৯৩।

অস্ট্রেলিয়ার জন্য সুখবর, কামিন্সদের দ্বিতীয় ইনিংসে জোসেফ বল করবেন না। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিক ইনফোর ম্যাচের লাইভ ধারাবিবরণীতে অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ে নামার আগে এমনটাই জানানো হয়েছে। জোসেফকে আজ শেষ সেশনেও মাঠে দেখা যায়নি। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন জোসেফ। তাঁকে বোলিংয়ে না দেখা গেলে অস্ট্রেলিয়ার জন্য লক্ষ্যটা আরেকটু সহজ হয়ে আসাই স্বাভাবিক।

১ উইকেটে ১৩ রানে তৃতীয় দিনটা শুরু করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ ব্যাট করেছে ৬৫ ওভার। কেউ অর্ধশতক পাননি। তিনে নামা কির্ক ম্যাকেঞ্জির ব্যাট থেকে এসেছে সর্বোচ্চ ৪১। সর্বোচ্চ ৫০ রানের জুটিটা অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাফেট ও ম্যাকেঞ্জির মধ্যে। ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার জস হ্যাজলউড ও নাথান লায়ন।

শেষ সেশনে আজ তিন পেসারকে দিয়ে বোলিং করিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লায়ন আজ উইকেটে বাঁক পেলেও গোলাপি বলে বাউন্স এবং সুইং পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসাররা। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসাররা সে অনুপাতে অতটা সুইং পাননি। বাউন্স পেয়েছেন। জাস্টিন গ্রিভসের অফ স্টাম্পের বাইরে করা এমনই এক উঠে আসা বলে তৃতীয় স্লিপে কেভিন সিনক্লেয়ারকে ক্যাচ দেন লাবুশেন। তার আগে নিজের আউটের জন্য কপাল চাপড়াতে পারেন খাজা। আলজারি জোসেফের নিরীহদর্শন লেগ স্টাম্পের বাইরে করা ডেলিভারি ব্যাটে খেলতে গিয়ে উইকেটকিপার জশুয়া দা সিলভাকে ক্যাচ দেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় ইনিংস ৭২.৩ ওভারে ১৯৩ (ম্যাকেঞ্জি ৪১, অ্যাথানেজ ৩৫, গ্রিভস ৩৩, হজ ২৯, ব্রাফেট ১৬; হ্যাজলউড ৩/২৩, লায়ন ৩/৪২, গ্রিন ১/৩৭, স্টার্ক ১/৪৫)
অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস ১৯ ওভারে ৬০ (স্মিথ ৩৩*, খাজা ১০, গ্রিন ৯*, লাবুশেন ৫ ; জোসেফ ১/১৯, গ্রিভস ১/২১)
তৃতীয় দিন শেষে।

‘এটা মিথ্যা’, বেনজেমার রিয়ালে ফেরার গুঞ্জন নিয়ে আনচেলত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘চাপে’ থাকা করিম বেনজেমা ছাড়তে চান সৌদি আরব; এ ব্যাপারটি কিছুদিন আগে জানিয়েছিল বার্তা সংস্থা এএফপি। তারা দাবি করেছিল, বেনজেমা ‘অস্থায়ীভাবে’ সৌদি ক্লাব আল ইত্তিহাদ ছাড়তে চান। ইত্তিহাদ সৌদি প্রো লিগেরই অন্য একটি ক্লাবে ধারে যাওয়ার জন্য বেনজেমাকে প্রস্তাব দিলেও ফরাসি তারকা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অনেকেই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

বেনজেমা সম্ভবত ইউরোপে ফিরতে চান;এমন গুঞ্জনও শুরু হয়েছিল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্ত এক কাঠি সরেস। বেনজেমাকে রিয়ালে ফেরাতে কোচ কার্লো আনচেলত্তি ক্লাবটির সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে অনুরোধ করেছেন;গত পরশু এমন একটি খবর তারা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আনচেলত্তি এ খবর উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, এটা মিথ্যা।

৩৬ বছর বয়সী বেনজেমা রিয়ালে ১৪ বছর কাটিয়ে গত বছর জুনে যোগ দেন আল ইত্তিহাদে। কিন্তু চলতি মাসে খবর বের হয়, ২০২২ ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা সৌদি আরব ছাড়তে চান। সূত্রের বরাত দিয়ে গত ১৭ জানুয়ারি এ খবর প্রকাশ করেছিল ইএসপিএন। এরপর গত ২৩ জানুয়ারি এএফপিও বেনজেমার সৌদি আরবের ক্লাবটিতে ‘চাপে’ থাকার খবর প্রকাশ করে এবং ছুটি কাটিয়ে নির্ধারিত সময়ের ১৭ দিন পর তিনি ইত্তিহাদে ফিরেছেন বলে জানায়। এতে ক্লাব কর্তৃপক্ষও নাকি তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ।

সে যাহোক, গতকাল সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ আনচেলত্তির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি বেনজেমাকে ফেরাতে পেরেজকে অনুরোধ করেছেন কি না? জবাবে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘এটা মিথ্যা। ক্লাবের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে কথা বলিনি।’

বেনজেমা নিজেও সৌদি ছাড়তে চাওয়ার গুঞ্জন অস্বীকার করেছেন। গত বুধবার ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপ এ নিয়ে ফ্রান্সের সাবেক স্ট্রাইকারের মন্তব্য প্রকাশ করে, ‘এটা পুরোপুরি মিথ্যা। কী আবিষ্কার করতে হবে, ফরাসি সংবাদমাধ্যম এখন আর তা জানে না। যত বড় (গুঞ্জন) হবে, তত ভালো।’

সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি আরেকটি বিষয় অস্বীকার করেন। বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা এর আগে দাবি করেন, লা লিগা ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ এবং ম্যাচ

অফিশিয়ালরা রিয়ালের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন। এ প্রসঙ্গ উঠেছে গত রোববার আলমেরিয়ার বিপক্ষে রিয়ালের ৩-২ গোলের বিতর্কিত জয়ের পর। ম্যাচ শেষে ভিএআর বিতর্ক নিয়ে আলমেরিয়া দাবি করে, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে তাদের সঙ্গে ‘ডাকাতি’ করা হয়েছে। এরপর বার্সা সভাপতি রিয়ালকে তাক করে ওই দাবি করেছিলেন। কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। অনেক কিছুই বলা হয়েছে এই সপ্তাহে। লা লিগা দুর্নীতিগ্রস্ত নয়।’

আনচেলত্তি এটুকু বলেই চুপ থাকেননি; বার্সাকে পাল্টা তোপও দেগেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি ‘নেগ্রেইরা কেস’,এর প্রসঙ্গ টেনেছেন। এ মামলায় অভিযুক্ত হয়েছে বার্সা। স্প্যানিশ আইনজীবীরা গত বছর বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রেফারিকে ২০০১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭৩ লাখ ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮৪ কোটি ৭৭ লাখ ৯৬ হাজার টাকা) দেওয়ার অভিযোগ গঠন করেন। এই রেফারি হলেন হোসে মারিয়া এনরিক নেগ্রেইরা, যিনি স্প্যানিশ রেফারিং কমিটির সাবেক সহসভাপতি। লাপোর্তা এই মামলার কেন্দ্রে বলে জানিয়েছে ইএসপিএন।

এ প্রসঙ্গে বার্সাকে পরোক্ষ খোঁচাই মেরেছেন আনচেলত্তি, ‘স্প্যানিশ ফুটবলে গত ২০ বছরে কী হয়েছে, সবাই তা জানে। আমরা মনোযোগ সরাতে পারি না। স্প্যানিশ ফুটবলে একটি সমস্যা আছে। কর্তৃপক্ষ এবং স্পেন পুলিশ এর তদন্ত করছে। তাদের সময় দিতে হবে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**